বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২১-২০২২

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

প্রতিমন্ত্রী
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বার্ষিক প্রতিবেদন একটি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এই বার্ষিক প্রতিবেদনে অধিদপ্তরের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে।

রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের উত্তরণ ঘটেছে। সরকার শিল্পখাতে নানাবিধ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় নেতৃত্ব এবং সাহসী পদক্ষেপের ফলে করোনা ভাইরাসসৃষ্ট মহামারিকালে শিল্প-কারখানার উৎপাদন অব্যাহত রাখা এবং শ্রমিকদের জীবনমান ঠিক রেখে অর্থনীতির চাকা গতিশীল রাখা সম্ভব হয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)সহ মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য দপ্তর ও সংস্থাসমূহ ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট-শোভন ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতে বদ্ধপরিকর।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে অধিদপ্তরের নিয়মিত কার্যক্রম, বিশেষ কার্যক্রম এবং উল্লেখযোগ্য অর্জন তুলে ধরা হয়েছে। অধিদপ্তরের গৃহীত কার্যক্রম পরিচালনা এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে এই বার্ষিক প্রতিবেদন কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং শ্রম সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

সবশেষে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখে শ্রমিক-মালিক ও সরকার সকল পক্ষকে নিষ্ঠার সাথে কাজ করার আহ্বান জানাই। দেশের শ্রমখাত সংশ্লিষ্ট তথ্যবহুল এই প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এম.পি.

সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের বিবরণ সংবলিত 'বার্ষিক প্রতিবেদন' প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

কলকারখানায় নিরাপদ ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। শ্রমের আন্তর্জাতিক মানদণ্ড বজায় রেখে শ্রমিক, মালিক, সরকার ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসহ সকল অংশীজনদের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে ডাইফ। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী শ্রমিকদের নিয়োগ, মজুরী প্রদান, কর্মঘণ্টা, শিশুশ্রম নিরসন, প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা এবং কল্যাণমূলক ব্যবস্থাসমূহ নিশ্চিত করে এই অধিদপ্তর। নিয়মিত শ্রম পরিদর্শনের পাশাপাশি নারীবান্ধব কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করতে ডাইফের তত্ত্বাবধানে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে মোট ৫১৫টি শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র (ডে-কেয়ার সেন্টার) স্থাপন নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার নিমিত্ত বিভিন্ন কারখানায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১১০৭টি সেইফটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই অধিদপ্তরের মাধ্যমে দেশের ত্রুটিপূর্ণ পোশাক কারখানার সংস্কার কাজ পরিচালিত হচ্ছে। "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NOHSTRI) স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প চলমান রয়েছে। শ্রমিকদের জন্য শোভন ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এই ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে ডাইফের দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মকর্তাগণ পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'স্বপ্নের সোনার বাংলা' গড়ে তুলতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আগামী দিনগুলোতে অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে বলে আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি।

তথ্যবহুল 'বার্ষিক প্রতিবেদন' প্রণয়নের সঙ্গে জড়িত সকলের প্রতি আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

মোঃ এহছানে এলাহী

মহাপরিদর্শক
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য শোভন ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে আন্তরিকভাবে কাজ করছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)। পেশাগত স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও শ্রমিকের আইনগত অধিকার নিশ্চিতকরণে নিয়মিত এবং বিশেষ কার্যক্রম পরিচালনা করে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন এই অধিদপ্তর। শ্রমিক, মালিক ও সরকারের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তর, সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক অংশীজনদের মাঝে সেতুবন্ধন সৃষ্টির মাধ্যমে নিরাপদ ও শোভন কর্মপরিবেশ সৃজনের প্রয়াস চালায় ডাইফ। মালিক এবং শ্রমিকপক্ষকে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ পালনে উদ্বুদ্ধকরণ এবং কর্মক্ষেত্রে শ্রম আইন ও বিধিমালার বাস্তবায়ন এই অধিদপ্তরের অন্যতম প্রধান কর্তব্য।

শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের অনলাইন লাইসেন্সিং সেবা প্রদান, দাপ্তরিক কাজে শতভাগ ই-ফাইলিং, শ্রম অসন্তোষ নিরসন এবং উদ্বুদ্ধকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে ডাইফ। শ্রম সংক্রান্ত অভিযোগ জানানোর জন্য অধিদপ্তরের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় দক্ষ শ্রম পরিদর্শকগণ কর্তৃক হেল্পলাইন (১৬৩৫৭) পরিচালনা করা হচ্ছে। স্বল্প সময়ের মধ্যে হেল্পলাইনে প্রাপ্ত এই অভিযোগ গ্রহণ ও অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়। ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পাদন, প্রতিবেদন প্রেরণ ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সম্পাদন করার জন্য 'লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন (LIMA)' চালু করা হয়েছে। দেশের শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থাকে আরও দক্ষ ও গতিশীল করার জন্য আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অধিদপ্তরের পরিদর্শক এবং কর্মকর্তাগণকে দক্ষ করে গড়ে তোলা হচ্ছে। এছাড়া ২০২৫ সালের মধ্যে শিশুশ্রমমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে নিরলসভাবে কাজ করছে ডাইফ। 'কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ১৩টি জেলা কার্যালয় স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে অধিদপ্তরের ১৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের নিজস্ব ভবন নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত এই বার্ষিক প্রতিবেদনে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রধান কার্যালয় এবং মাঠ পর্যায়ের ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের মাধ্যমে সম্পাদিত কার্যক্রমের সার-সংক্ষেপ সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রতিবেদনটি শিল্প কারখানা ও শ্রম সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য ও উপাত্তের উৎস হিসেবে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশে অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এই প্রতিবেদনে মুদ্রণজনিত ও অনিচ্ছাকৃত কোন ভুল (যদি থাকে) সবাইকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি।

মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ

অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সম্পাদকীয়

শোভন কর্মপরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াসে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)। প্রধান কার্যালয় এবং মাঠ পর্যায়ের ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের বিভিন্ন স্তরের পরিদর্শকগণ কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মাধ্যমে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করছেন। শ্রম অভিযোগ নিষ্পত্তি, নারী শ্রমিকদের মাতৃত্ব কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিতকরণ, বাধ্যতামূলক গ্রুপ বীমা চালু, শিশুশ্রম নিরসন, সেইফটি কমিটি গঠন, দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ প্রদান নিশ্চিতকরণসহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে সারাদেশের শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন এই অধিদপ্তর।

২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট 'সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি' অর্জন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভিশন-২০৪১ অর্জন করার লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। অধিদপ্তরের অপ্রতুল জনবল এবং সীমিত অবকাঠামো সত্ত্বেও এর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শ্রমিকদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নির্ধারণ করে অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। একই সাথে অধিদপ্তরের জনবল ও উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় বৃদ্ধি ও উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়গুলোতে নিজস্ব ভবন নির্মাণের মাধ্যমে অধিদপ্তর আধুনিকায়নের কার্যক্রম চলমান।

বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০২১-২০২২ পরিচ্ছন্ন ও যথাযথ তথ্যসমৃদ্ধ করে প্রকাশে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তথাপি এই প্রকাশনায় ত্রুটি বিচ্যুতি বিষয়ে পাঠকদের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি এবং পরবর্তী বার্ষিক প্রতিবেদনের জন্য সুনির্দিষ্ট পরামর্শ কামনা করছি। এই প্রকাশনায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান এম.পি., সচিব জনাব মোঃ এহছানে এলাহী এবং ডাইফের মহাপরিদর্শক জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ বাণী ও সার্বিক দিক নির্দেশনা প্রদান করায় তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এছাড়া প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মিনা মাসুদ উজ্জামান

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধান

মোঃ এহছানে এলাহী

সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ

মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সম্পাদক

মিনা মাসুদ উজ্জামান

অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সম্পাদনা সহযোগী

মোঃ বুলবুল আহমেদ, যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মোঃ মোর্তজা মোর্শেদ, উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মোঃ ফোরকান আহসান, তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মোঃ আবুল হাজ্জাত সোহাগ, সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মনোয়ার হোসেন, পরিসংখ্যান ও গবেষণা কর্মকর্তা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

প্রকাশক, প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও গ্রন্থস্বত্ব

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল

জুলাই, ২০২২

ডিজাইন ও প্রিন্ট

শৈলী প্রিন্টার্স

১৭৩/২, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০।

সূচিপত্র

ক্রমিক নং.	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	২	৩
০১	ভূমিকা	০৯
০২	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কার্যক্রম	১০
০৩	অধিদপ্তরের জনবলের পরিসংখ্যান	১১
০৪	প্রশিক্ষণ বিষয়ক তথ্য ও পরিসংখ্যান	১২
০৫	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)	১৫
০৬	বিভিন্ন কমিটির আহ্বায়ক, ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও সদস্য সচিব	১৬
০৭	**নিয়মিত কার্যক্রমের তথ্য ও পরিসংখ্যান**	১৭
০৮	শ্রম পরিদর্শন	১৭
০৯	শ্রম অভিযোগ নিষ্পত্তি	১৮
১০	লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স নবায়ন	১৯
১১	শ্রম আইন লঙ্ঘন, শাস্তি প্রদান, মামলা দায়ের ও মামলা নিষ্পত্তি	২০
১২	গণশুনানি নিষ্পত্তি	২১
১৩	উদ্বুদ্ধকরণ সভা	২১
১৪	আউটসোর্সিং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন	২২
১৫	নিম্নতম মজুরি বাস্তবায়ন	২২
১৬	নিয়োগবিধি অনুমোদন	২২
১৭	কারখানায় সংঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ প্রদান	২২
১৮	সেইফটি কমিটি গঠন	২৩
১৯	শিশুকক্ষ স্থাপন এবং উদ্বুদ্ধকরণ সভা	২৪
২০	প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিতকরণ	২৪
২১	বাধ্যতামূলক গ্রুপ বীমা সংক্রান্ত তথ্য	২৫
২২	নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান ও কর্মরত শ্রমিক	২৬
২৩	পরিদর্শন সার্ভিস সম্পর্কিত আইন ও বিধি	২৭
২৪	২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিষয়ক তথ্য	২৮
২৫	কর বহির্ভূত রাজস্ব আয় (নন-ট্যাক্স রেভিনিউ)	২৮
২৬	জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস, ২০২২ উদযাপন	২৯
২৭	অধিদপ্তরের ডিজিটাল সেবা	৩০
২৮	উদ্ভাবনী কার্যক্রম	৩২
২৯	**চলমান প্রকল্পসমূহ**	৩৩
৩০	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ১৩টি জেলা কার্যালয় স্থাপন	৩৩
৩১	জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন	৩৪
৩২	নির্বাচিত রেডিমেড গার্মেন্টস, প্লাস্টিক ও কেমিক্যাল কারখানার কাঠামো, অগ্নি ও বিদ্যুৎ ঝুঁকি নিরূপণ	৩৫
৩৩	প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ	৩৫
৩৪	রিমিডিয়েশন কোঅরডিনেশন সেল (আরসিসি)-এর কার্যক্রম	৩৬
৩৫	জার্মান উন্নয়ন সংস্থা (জিআইজেড)-এর সহযোগিতায় চলমান প্রকল্পসমূহ	৩৯
৩৬	আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-এর সহযোগিতায় সম্পাদিত কার্যক্রম	৪০
৩৭	ডেনমার্কের সহযোগিতায় Strategic Sector Cooperation (SSC) Project	৪১
৩৮	তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং আপীল কর্তৃপক্ষ	৪২
৩৯	উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	৪৩
৪০	ফটোগ্যালারি	৪৮

ভূমিকা

কলকারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য শোভন ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ প্রসূত আইনগত অধিকার বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)। শ্রমিক-মালিকের মধ্যে সুষ্ঠু সম্পর্ক স্থাপন এবং ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট **'সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি'** অর্জনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ডাইফ। বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা অনুযায়ী শ্রম অভিযোগ নিষ্পত্তি, মাতৃত্ব কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিতকরণ, বাধ্যতামূলক গ্রুপ বীমা চালু, শিশুশ্রম নিরসন, সেইফটি কমিটি গঠন, দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ প্রদান নিশ্চিতকরণ, আইনানুগ কর্মঘণ্টা ও মজুরি বাস্তবায়ন, কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়াদি তদারকি এবং কল্যাণমূলক ব্যবস্থাসমূহ বাস্তবায়নে নিয়মিত এবং বিশেষ কার্যক্রম পরিচালনা করছে ডাইফ। এছাড়া কর্মক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বজায় রাখার নিমিত্ত শ্রমিক, মালিক, সরকার এবং বিভিন্ন দেশি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সমন্বয়ের কাজ করে যাচ্ছে ডাইফ। বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে অবদান রাখার নিমিত্ত নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ সৃজনের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিতকরণের জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন এই অধিদপ্তর।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী 'মহাপরিদর্শক'-হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং একজন যুগ্মসচিব অতিরিক্ত মহাপরিদর্শকের দায়িত্ব পালন করেন। প্রধান কার্যালয়ের চারটি শাখা, পাঁচটি উপশাখা এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত মাঠ পর্যায়ের ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের মাধ্যমে এই দপ্তরের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

প্রধান কার্যালয়ের চারটি শাখা নিম্নরূপ

১. প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা

২. সাধারণ শাখা

৩. সেইফটি শাখা

৪. স্বাস্থ্য শাখা

২০২১-২০২২ অর্থবছরের এই বার্ষিক প্রতিবেদনে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ের ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের মাধ্যমে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত নিয়মিত এবং বিশেষ কার্যক্রম, গৃহীত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন, প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য, শ্রম পরিদর্শন, শ্রম অভিযোগ নিষ্পত্তি, কারখানার লাইসেন্স, অধিদপ্তরের বাজেট বরাদ্দ, জনবল, ডিজিটাল সেবা, অন্যান্য সেবাসমূহ এবং সামগ্রিক অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য ও পরিসংখ্যান সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হয়েছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ভিশন ও মিশন নিম্নরূপ:

ভিশন

▶ নিরাপদ কর্মস্থল, শোভন কর্মপরিবেশ ও শ্রমিকদের জন্য উন্নত জীবনমান।

মিশন

▶ বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী শ্রমিকদের জন্য উন্নত কর্মপরিবেশ সৃষ্টি ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসনের পদক্ষেপ;

▶ কর্মক্ষেত্রে সকল শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও সেইফটির ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

▶ নিম্নতম মজুরির বাস্তবায়ন।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কার্যক্রম

- বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত, ২০১৮) ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ এর বিধান অনুযায়ী শ্রমিকদের নিয়োগ সংক্রান্ত শর্তাবলী, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যবিধি, শ্রম কল্যাণ, মজুরি পরিশোধ, কাজের সময় নির্ধারণ, ছুটি ইত্যাদি বিষয়ে শ্রম সম্পর্কিত আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের জন্য কারখানা, দোকান, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, চা-বাগান, বন্দর, ডক, রেলওয়ে, অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন, সড়ক পরিবহন প্রভৃতি পরিদর্শন করা।
- কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স ইস্যু এবং লাইসেন্স নবায়ন এবং এ সংক্রান্ত ফি গ্রহণ।
- কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের চাকুরিবিধি অনুমোদন।
- কারখানা নির্মাণ/প্রতিষ্ঠা, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের অনুমোদন ও লে-আউট নকশা অনুমোদন করা।
- বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ সম্পর্কিত জিজ্ঞাসার জবাব প্রদান।
- আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রম আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কারখানা কর্তৃপক্ষকে শ্রম আইনের কতিপয় ধারা বা বিধি থেকে অব্যাহতি প্রদান।
- আইন অমান্যকারী মালিক/কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে শ্রম আদালতে মামলা রুজু করা।
- শ্রমিক কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগসমূহ তদন্ত করে আইনানুগভাবে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ।
- বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা সংশ্লিষ্ট আদেশ নির্দেশ বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করা।
- শ্রমিক অধিকার এবং কর্মপরিবেশ সংক্রান্ত অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত করা।
- শ্রমিক এবং মালিক পক্ষের মধ্যে শ্রম আইন বিষয়ক জ্ঞান ও তথ্য আদান প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ। শ্রম আইন, স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার ব্যাপারে শ্রমিক এবং মালিকপক্ষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা।
- শ্রম আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও), উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, শ্রমিক সংগঠন, মালিক সংগঠন এবং দরকষাকষি প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও যোগাযোগ রক্ষা করা।
- শ্রম পরিদর্শন, মজুরি ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক প্রতিবেদন প্রকাশ।
- বাংলাদেশ শ্রম আইন, বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা এবং শ্রম পরিদর্শন সংশ্লিষ্ট তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ করা।
- কারখানায় সংঘটিত দুর্ঘটনার কারণ নিরূপণ, ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের সুপারিশ ও দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ।
- বিভিন্ন কারখানায় সেইফটি কমিটি গঠন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ এবং কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান।
- শ্রম সম্পর্কিত আইন, বিধিমালা, নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সংশোধনের জন্য সরকার ও বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা করা।
- শ্রম আইন বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি যেমন শ্রম পরিদর্শন, মজুরি, উৎপাদনশীলতা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ইত্যাদি বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম প্রভৃতিতে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করা।
- জাতীয় উদ্যোগের (National Initiative) আওতায় অ্যাসেসমেন্টকৃত কারখানার সংস্কার কাজের তদারকি করা।
- আইএলও কনভেনশন ও রিকমেন্ডেশন সম্পর্কিত আইএলও এর বিবিধ প্রশ্নমালার জবাব তৈরি করা।
- শ্রম পরিদর্শন, কর্মপরিবেশ, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সার্ভে রিপোর্ট তৈরি সংক্রান্ত কাজে সাহায্য করা।
- জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস এবং বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস পালন।

অধিদপ্তরের জনবলের পরিসংখ্যান

টেবিল: জনবলের পরিসংখ্যান (জুন ২০২২ পর্যন্ত হালনাগাদকৃত)

ক্র: নং	পদ	গ্রেড	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	শূন্যপদ নিয়োগ প্রক্রিয়া			
						পদোন্নতির মাধ্যমে	সরাসরি	১০% সংরক্ষণ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	মহাপরিদর্শক	২য়	১	১	০	০	০	০	০
২	অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক	৩য়	১	১	০	০	০	০	০
৩	যুগ্মমহাপরিদর্শক	৫ম	৪	০	৪	৪	০	০	৪
৪	উপমহাপরিদর্শক	৬ষ্ঠ	২৭	৮	১৯	১৯	০	০	১৯
৫	সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ)	৯ম	৯৬	৩৯	৫৭	৫২	৫	০	৫৭
৬	সহকারী মহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য)	৯ম	৪১	৮	৩৩	১৬	১৬	১	৩৩
৭	সহকারী মহাপরিদর্শক (সেফটি)	৯ম	৪১	২৪	১৭	১৪	৩	০	১৭
৮	পরিসংখ্যান ও গবেষণা কর্মকর্তা	৯ম	১	১	০	০	০	০	০
৯	তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা	৯ম	১	১	০	০	০	০	০
১০	গ্রন্থাগারিক	৯ম	১	১	০	০	০	০	০
১১	আইন কর্মকর্তা	৯ম	১	১	০	০	০	০	০
১২	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১০ম	১	১	০	০	০	০	০
১৩	শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ)	১০ম	২৪৮	২০৩	৪৫	২	৩৯	৪	৪৫
১৪	শ্রম পরিদর্শক (সেফটি)	১০ম	৫৮	৩৯	১৯	০	১৮	১	১৯
১৫	শ্রম পরিদর্শক (স্বাস্থ্য)	১০ম	৫৮	৪৩	১৫	০	১৪	১	১৫
১৬	পরিসংখ্যান সহকারী	১৩তম	১	১	০	০	০	০	০
১৭	সাঁটলিপিকার কাম-কম্পিউটার অপারেটর	১৩তম	৬	২	৪	০	৪	০	৪
১৮	কম্পিউটার অপারেটর	১৩তম	১	০	১	০	১	০	১
১৯	প্রধান সহকারী	১৩তম	৫	০	৫	০	৫	০	৫
২০	হিসাব রক্ষক	১৩তম	১	১	০	০	০	০	০
২১	উচ্চমান সহকারী	১৪তম	২২	২	২০	২০	০	০	২০
২২	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক-কাম কম্পিউটার অপারেটর	১৪তম	৭	৫	২	০	২	০	২
২৩	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১৬তম	১২৪	৮৮	৩৬	১৯	১৬	১	৩৬
২৪	হিসাব সহকারী	১৬তম	১	০	১	০	১	০	১
২৫	টেলিফোন অপারেটর	১৬তম	১	১	০	০	০	০	০
২৬	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর টেকনিশিয়ান	১৬তম	১	১	০	০	০	০	০
২৭	গাড়ি চালক	১৬তম	৩৬	২০	১৬	০	১৫	১	১৬
২৮	অফিস সহায়ক	২০তম	৫১	২৯	২২	০	২০	২	২২
২৯	নিরাপত্তা প্রহরী	২০তম	৫	০	৫	০	৫	০	৫
৩০	মালী	২০তম	১	০	১	০	১	০	১
৩১	পরিচ্ছন্নতাকর্মী	২০তম	৫	১	৪	০	৪	০	৪
মোট			৮৪৮	৫২২	৩২৬	১৪৬	১৬৯	১১	৩২৬

উৎস: পরিসংখ্যান ও গবেষণা উপশাখা, ডাইফ

প্রশিক্ষণ বিষয়ক তথ্য ও পরিসংখ্যান

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ/কর্মশালা	তারিখ	মেয়াদ	প্রশিক্ষণার্থীর ধরন (কর্মকর্তা/কর্মচারী)	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	শুদ্ধাচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২২/০৯/২০২১	০১ দিন	কর্মকর্তা	২৩জন	-
২	বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ শীর্ষক সেমিনার	২৭/১০/২০২১	০১ দিন	কর্মকর্তা/কর্মচারী	৬৪ জন	-
৩	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ক শীর্ষক প্রশিক্ষণ	৩০/০৯/২০২১	০১ দিন	কর্মকর্তা/কর্মচারী	৩০ জন	-
৪	শিশুশ্রম নিরসন সংক্রান্ত দিনব্যাপী কর্মশালা	২১/০৯/২০২১	০১ দিন	কর্মকর্তা	৪০ জন	-
৫	"তথ্য অধিকার" বিষয়ক প্রশিক্ষণ (RTI)	৩১/১০/২০২১	০১ দিন	কর্মকর্তা	২৩ জন	-
৬	মোটরযান আইনের মৌলিক বিষয়াবলি শীর্ষক প্রশিক্ষণ	(৩১/১০/২০২১)	০১ দিন	গাড়ী চালক	২০ জন	-
৭	শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ	(০৭/১২/২০২১)	০১ দিন	কর্মচারী	২৯ জন	-
৮	নথিপত্র ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ	(০৯/১২/২০২১)	০১ দিন	কর্মকর্তা	২৯ জন	-
৯	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	(২১/১২/২০২১)	০১ দিন	কর্মকর্তা	২৫ জন	-
১০	ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	(০৬ /০১/২০২২	০১ দিন	কর্মকর্তা	২৪ জন	-
১১	৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় শীর্ষক প্রশিক্ষণ	০৯/০১/২০২২	০১ দিন	কর্মকর্তা	৫০ জন	-
১২	৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় শীর্ষক প্রশিক্ষণ	১০ /০১/২০২২	০১ দিন	কর্মকর্তা	৫০ জন	-
১৩	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ক শীর্ষক প্রশিক্ষণ	০১/০২/২০২২	০১ দিন	কর্মকর্তা	১৬ জন	-
১৪	সরকারি কর্মচারি আইন ও বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন শীর্ষক প্রশিক্ষণ	২৬/০১/২০২২	০১ দিন	কর্মকর্তা	৩১ জন	-

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ/কর্মশালা	তারিখ	মেয়াদ	প্রশিক্ষণার্থীর ধরন (কর্মকর্তা/কর্মচারী)	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৫	শ্রমিকের সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণ: ব্রিটিশ ভারত থেকে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রশিক্ষণ	১৬/০২/২০২২	০১ দিন	কর্মকর্তা	১৪ জন	-
১৬	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৩/০৩/২০২২	০১ দিন	কর্মকর্তা/কর্মচারী	৩০ জন	-
১৭	"তথ্য অধিকার আইন" সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	০৭/০৩/২০২২	০১ দিন	কর্মকর্তা	৩১ জন	-
১৮	শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২২-০৩-২০২২	০১ দিন	কর্মকর্তা	৩০ জন	-
১৯	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৩-৩-২০২২	০১ দিন	কর্মকর্তা	২৬ জন	-
২০	লিমা রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ	২৩-২৪ মার্চ ২০২২	০২ দিন	কর্মকর্তা	২৮ জন	-
২১	GRS সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৮-০৪-২০২২	০১ দিন	কর্মচারী	৩০ জন	-
২২	বিভাগীয় তদন্ত এবং শৃঙ্খলা ও আপীল বিধিমালা শীর্ষক প্রশিক্ষণ	১৮-০৪-২০২২	০১ দিন	কর্মকর্তা	২৬ জন	-
২৩	তদন্ত ও বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	২৩-০৪-২০২২	০১ দিন	কর্মকর্তা	২৯ জন	-
২৪	শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৭-০৪-২০২২	০১ দিন	কর্মকর্তা	২৬ জন	-
২৫	৪র্থ শিল্প বিপ্লব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয় শীর্ষক কর্মশালা	১৭-০৪-২০২২	০১ দিন	কর্মকর্তা/কর্মচারী	২৬ জন	-
২৬	"তথ্য অধিকার" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৬-০৫-২০২২	০১ দিন	কর্মকর্তা	২৬ জন	-
২৭	"চাকরি সংক্রান্ত বিধানাবলী" শীর্ষক প্রশিক্ষণ	২৬-০৫-২০২২	০১ দিন	কর্মকর্তা	২৮ জন	-
২৮	"তথ্য অধিকার" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৯-০৫-২০২২	০১ দিন	কর্মকর্তা/কর্মচারী	৩০ জন	-
২৯	GRS সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৯-০৫-২০২২	০১ দিন	কর্মকর্তা/কর্মচারী	৩০ জন	-

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ/কর্মশালা	তারিখ	মেয়াদ	প্রশিক্ষণার্থীর ধরন (কর্মকর্তা/কর্মচারী)	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩০	"সিটিজেন চার্টার" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৬-০৬-২০২২	০১ দিন	কর্মকর্তা	২৭ জন	-
৩১	৪র্থ শিল্প বিপ্লব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয় শীর্ষক কর্মশালা	১১-০৬-২০২২	০১ দিন	কর্মকর্তা/কর্মচারী	৩৬ জন	-
৩২	শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা সেমিনার	১৬-০৬-২০২২	০১ দিন	কর্মকর্তা	৩১ জন	-
					৯৫৮ জন	

০১। মোট প্রশিক্ষণ = ২৭ টি, প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা = ৭৬১ জন।
০২। মোট কর্মশালা/সেমিনার = ০৫ টি, প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা = ১৯৭ জন।

মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা = ৯৫৮ জন।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০, ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে যথাক্রমে ১৩,২৩৭টি, ৮৬৬৬টি, ১০০২৪টি এবং ১০৫৫৮টি কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে শ্রম আইনের আওতায় লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ, টেকসই উন্নয়ন, ভিশন-২০২১ এবং বদ্বীপ-২১০০ এর সাথে সংগতি রেখে অধিদপ্তরের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের অনলাইন লাইসেন্সিং সিস্টেম এবং হেল্পলাইনের মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। পরিদর্শন কার্যক্রম, প্রতিবেদন প্রেরণ ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং এর অংশ হিসেবে LIMA নামে ওয়েব ও মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন চালু করা হয়েছে। এছাড়াও ডাইফ ওয়ান ক্লিক রিপোর্টিং সিস্টেম, ডাইফ ইনভেন্টরি রিকুইজিশন সিস্টেম, ডাইফ একসেবা মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন চালু করা হয়েছে, যার মাধ্যমে দ্রুত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সমন্বিত করা হয়। ডাইফ একসেবা মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে ডাইফের প্রদত্ত সকল সেবা সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করা হয়। ঝুঁকিপূর্ণ ছয় (০৬) টি সেক্টর থেকে শিশুশ্রম নিরসন করা সম্ভব হয়েছে মর্মে প্রত্যয়নপত্র সংশ্লিষ্ট সেক্টরে সমিতির সভাপতির নিকট থেকে সংগ্রহ করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩৯৯০ শিশুকে শিশুশ্রম হতে নিরসন করা হয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি APA (২০২১-২০২২)

ক্রমিক নং	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১	২	৩	৪	৫
১	পরিদর্শনকৃত কারখানা ও প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	৩৩৫০০	৪৩৬৪৪
২	শিশুশ্রম নিরসন	সংখ্যা	২৫০০	৩৯৯০
৩	উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজন	সংখ্যা	৭৫০	৯২৭
৪	শিশুকক্ষ বা ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন	সংখ্যা	৪০০	৫১৫
৫	কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ কারখানা ও প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	১৫০০	২০৫০
৬	নতুন লাইসেন্স প্রদান	সংখ্যা	১০০০০	১০৫৬৮
৭	নবায়নকৃত লাইসেন্স প্রদান	সংখ্যা	২৫০০০	৩৬৭৯৬
৮	অনলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ	শতকরা	৮০%	১০০%
৯	ম্যানুয়ালি প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ	শতকরা	৮০%	১০০%
১০	দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ প্রদান নিশ্চিতকরণ	শতকরা	৯০%	৯০.২০%
১১	গ্রুপ বীমা চালু নিশ্চিতকরণ	সংখ্যা	১০	৫৬
১২	প্রশিক্ষণার্থী (অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ)	সংখ্যা	৪০০	৯২৩

উৎস: পরিসংখ্যান ও গবেষণা উপশাখা, ২০২২

বিভিন্ন কমিটির আহ্বায়ক, ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও সদস্য সচিব

(৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত হালনাগাদকৃত)

ক্রমিক নং	কমিটির/পদের নাম	আহ্বায়ক, ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, সদস্য সচিব
১	২	৩
০১	নৈতিকতা কমিটি	**আহ্বায়ক**: মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ, মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব) **সদস্য সচিব**: মেহেদী হাসান, উপমহাপরিদর্শক, স্বাস্থ্য শাখা
০২	ইনোভেশন টিম	**আহ্বায়ক**: অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (যুগ্ম সচিব), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর **সদস্য সচিব**: সাব্বির আনোয়ার, শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ)
০৩	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)	**আহ্বায়ক**: মোঃ মোর্তজা মোর্শেদ, উপমহাপরিদর্শক, প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা। **ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা**: মনোয়ার হোসেন, পরিসংখ্যান ও গবেষণা কর্মকর্তা
০৪	শুদ্ধাচার কমিটি	**ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা**: মো: মেহেদী হাসান, উপমহাপরিদর্শক, স্বাস্থ্য শাখা **বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা**: মোঃ আবুল হাজ্জাত সোহাগ, সহকারী মহাপরিদর্শক, প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা
০৫	এসডিজি (SDG) কমিটি	**আহ্বায়ক**: সাবিহা মুক্তা, উপমহাপরিদর্শক (সাধারণ) **সদস্য সচিব**: মনোয়ার হোসেন, পরিসংখ্যান ও গবেষণা কর্মকর্তা
০৬	তথ্য অধিকার (দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্মকর্তা)	**আপীল কর্মকর্তা:** মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। **প্রধান কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা:** অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (যুগ্মসচিব), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। **প্রধান কার্যালয়ের বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা:** তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। **উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা**: স্বস্ব কার্যালয়ের উপমহাপরিদর্শকগণ, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।
০৭	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা ও আপীল কর্মকর্তা	**আপীল কর্মকর্তা:** মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। **প্রধান কার্যালয়ের অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা:** যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। **উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহের অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা:** স্বস্ব কার্যালয়ের উপমহাপরিদর্শকগণ, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।
০৮	প্রধান কার্যালয়ের কল্যাণ কর্মকর্তা	মোঃ আবুল হাজ্জাত সোহাগ, সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়।
০৯	নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে “Complaint Committee”	**আহ্বায়ক**: সাবিহা মুক্তা, উপমহাপরিদর্শক (সাধারণ), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়। **সদস্য সচিব**: তাস্মিন হক, সহকারী মহাপরিদর্শক (সেইফটি), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়।

নিয়মিত কার্যক্রমের তথ্য ও পরিসংখ্যান

শ্রম পরিদর্শন

বাংলাদেশে শোভন, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে ব্যবসা ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে অধিদপ্তরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে শ্রম পরিদর্শন। কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মাধ্যমে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালায় এই অধিদপ্তর। কর্মক্ষেত্রে শ্রমের দেশি ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ড বাস্তবায়ন, শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা, শ্রমিক ও মালিকের মাঝে সুসম্পর্ক স্থাপন এবং শ্রমিক ও তার পরিবারের জীবনমান উন্নয়নের মূল্যবোধকে সামনে রেখে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে পরিদর্শন করা হয়:

(ক) নিয়মিত পরিদর্শন

(খ) তাৎক্ষণিক পরিদর্শন

(গ) দুর্ঘটনা কবলিত স্থান পরিদর্শন

(ঘ) অভিযোগের ভিত্তিতে পরিদর্শন

প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি ও সেক্টর বিবেচনা করে ঘোষিত (announced) এবং অঘোষিত (unannounced)-এই দুইভাবে নিয়মিত পরিদর্শন করা হয়। নিয়মিত পরিদর্শন ঘোষিত (announced) হলে এ পরিদর্শনের বিষয়ে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের মালিকদের এক সপ্তাহ পূর্বে ফোন কল অথবা চিঠির মাধ্যমে অবহিত করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে পরিদর্শকগণ কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে মোট ৪৩,৬৪৪ টি পরিদর্শন সম্পন্ন করেছেন।

টেবিল: পরিদর্শন সংক্রান্ত পরিসংখ্যান

ক্রমিক নং	মাস	পরিদর্শন সংখ্যা				
		গার্মেন্টস	দোকান	প্রতিষ্ঠান	অন্যান্য কারখানা	মোট (১+২+৩+৪)
		১	২	৩	৪	৫
১	জুলাই, ২০২১	৪২২	২০২	৩৬৮	১৬৩৯	২৬৩১
২	আগস্ট, ২০২১	৪০৭	৬৪৩	৫৭৮	১৬৯৩	৩৩৪১
৩	সেপ্টেম্বর, ২০২১	৩৮২	১০০৫	৬১৫	১৬৬৩	৩৬৬৫
৪	অক্টোবর, ২০২১	৪১৬	৯৬২	৭৫৪	১৩১১	৩৪৪৩
৫	নভেম্বর, ২০২১	২৮০	১০০৬	৯২৬	১৫৪০	৩৭৫২
৬	ডিসেম্বর, ২০২১	২০৩	১০৬৩	৬৭৭	১৫৫৯	৩৫০২
৭	জানুয়ারি, ২০২২	১৮৮	১০২৭	৬২০	১৭৭৬	৩৬১১
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২২	২৪৬	১০৮১	৬০২	২০৭৯	৪০০৮
৯	মার্চ, ২০২২	২৮২	১৩৭৭	৬৮০	১৭৪০	৪০৭৯
১০	এপ্রিল, ২০২২	৩৪১	১১৮৫	৭৮০	১৫১৫	৩৮২১
১১	মে, ২০২২	১৯৮	২০৭৪	৭৩১	১২৭৬	৪২৭৯
১২	জুন, ২০২২	১৯৫	১৩৫৮	৬৩৪	১৩২৫	৩৫১২
মোট		৩৫৬০	১২৯৮৩	৭৯৮৫	১৯১১৬	৪৩৬৪৪

উৎস: সাধারণ শাখা, ডাইফ, ২০২২

শ্রম অভিযোগ নিষ্পত্তি

কর্মক্ষেত্রে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫-এর লঙ্ঘন বিষয়ে শ্রমিকদের কাছ থেকে অভিযোগ গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুততম সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ৩,৬০৪টি অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং ১০০% অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

টেবিল: অভিযোগ গ্রহণ ও অভিযোগ নিষ্পত্তি বিষয়ক তথ্য

মাস	২০২১-২০২২ অর্থবছরের কলকারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের প্রাপ্ত অভিযোগ সংক্রান্ত তথ্য					পূর্ববর্তী মাসের জের	মোট প্রাপ্ত অভিযোগ (জেরসহ) (৫+৬)	২০২১-২০২২ অর্থবছরের কলকারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের নিষ্পন্ন অভিযোগ সংক্রান্ত তথ্য				**মোট নিষ্পন্ন অভিযোগ (৮+৯+১০+১১)**	অনিষ্পন্ন অভিযোগ (৭-১২)	মোট অভিযোগ নিষ্পত্তির হার (নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ X ১০০/ (মোট নিষ্পত্তিযোগ্য অভিযোগ))
	প্রচলিত পদ্ধতিতে	হেল্পলাইন	লিমার মাধ্যমে	ইমেইলের মাধ্যমে	**মোট প্রাপ্ত অভিযোগ (১+২+৩+৪)**			প্রচলিত পদ্ধতিতে	হেল্পলাইন	লিমার মাধ্যমে	ইমেইলের মাধ্যমে			
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
জুলাই, ২১	৯৭	২৫	০	০	**১২২**	০	১২২	৯২	২০	০	০	**১১২**	১০	৯২ শতাংশ
আগস্ট, ২১	১৬২	৪৪	০	১	**২০৭**	১০	২১৭	১৪৪	৩৩	০	০	**১৭৭**	৪০	৮১.৫৭ শতাংশ
সেপ্টেম্বর, ২১	৩৩২	৭১	০	১	**৪০৪**	৪০	৪৪৪	৩১৩	৭২	০	২	**৩৮৭**	৫৭	৮৭.১৬ শতাংশ
অক্টোবর, ২১	৩৪৭	৬৭	২	০	**৪১৬**	৫৭	৪৭৩	৩১৬	৬৫	২	০	**৩৮৩**	৯০	৮০.৯৭ শতাংশ
নভেম্বর, ২১	৩৪২	৫৪	০	০	**৩৯৬**	৯০	৪৮৬	৩৬২	৫৬	০	০	**৪১৮**	৬৮	৮৬.০০ শতাংশ
ডিসেম্বর, ২১	২৩৩	৪৬	০	০	**২৭৯**	৬৮	৩৪৭	২৪১	৪৫	০	০	**২৮৬**	৬১	৮২.৪২ শতাংশ
জানুয়ারি, ২২	২৬৬	৪৭	০	০	**৩১৩**	৬১	৩৭৪	২৬৯	৪৯	০	০	**৩১৮**	৫৬	৮৫.০৩ শতাংশ
ফেব্রুয়ারি, ২২	২৩৪	৩১	৩	১	**২৬৯**	৫৬	৩২৫	২৪১	৩৪	৩	০	**২৭৮**	৪৭	৮৫.৫৩ শতাংশ
মার্চ, ২২	১৯৯	৪৫	০	০	**২৪৪**	৪৭	২৯১	২০৮	৪৫	০	১	**২৫৪**	৩৭	৮৭.২৯ শতাংশ
এপ্রিল, ২২	২৬০	৫৪	১	১	**৩১৬**	৩৭	৩৫৩	২৬৭	৪৯	১	০	**৩১৭**	৩৬	৮৯.৮০ শতাংশ
মে, ২২	১৭৯	৪০	০	০	**২১৯**	৩৬	২৫৫	১৮৯	৪৩	০	১	**২৩৩**	২২	৯১.৩৭ শতাংশ
জুন, ২২	৩৪১	৭৭	০	১	**৪১৯**	২২	৪৪১	৩৫০	৯০	০	১	**৪৪১**	০	১০০ শতাংশ
মোট	২৯৯২	৬০১	৬	৫	**৩৬০৪**			২৯৯২	৬০১	৬	৫	**৩৬০৪**		১০০ শতাংশ

উৎস: সাধারণ শাখা, ডাইফ, ২০২২

লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স নবায়ন

কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানসহ ঠিকাদারি সংস্থার লাইসেন্স প্রদান এবং লাইসেন্স নবায়ন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের একটি নিয়মিত ও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর মোট ১০,৫৬৮টি কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করেছে এবং ৩৬,৭৯৬টি লাইসেন্স নবায়ন করেছে।

টেবিল: লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স নবায়নের তথ্য

ক্রমিক নং	মাস	নতুন লাইসেন্স সংক্রান্ত তথ্য					লাইসেন্স নবায়ন সংক্রান্ত তথ্য				
		প্রদত্ত লাইসেন্সের সংখ্যা					প্রদত্ত নবায়নের সংখ্যা				
		কারখানা		প্রতিষ্ঠান	দোকান	মোট (১+২+৩+৪)	কারখানা		প্রতিষ্ঠান	দোকান	মোট (৬+৭+৮+৯)
		আরএমজি	নন-আরএমজি				আরএমজি	নন-আরএমজি			
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	জুলাই, ২০২১	২১০	আরএমজি, নন-আর এমজি, দোকান ও প্রতিষ্ঠান			২১০	৫৭৯৫	আরএমজি, নন-আর এমজি, দোকান ও প্রতিষ্ঠান			৫৭৯৫
২	আগস্ট, ২০২১	৫	৬৪	৬২	২০০	৩৩১	৩৫৭	২৫০৮	৮১৩	৬১৫	৪২৯৩
৩	সেপ্টেম্বর, ২০২১	১৬	১৮২	১৬৯	১৪১	৫০৮	৩৭০	৩২২৪	১০৬৪	৮২৫	৫৪৮৩
৪	অক্টোবর, ২০২১	২১	২৩১	১৮৩	১৬৩	৫৯৮	৩১৭	১৭০২	৬৭০	৬০১	৩২৯০
৫	নভেম্বর, ২০২১	২২	৩৫০	৩১৬	২৫৭	৯৪৫	১০২	১৭০৩	৫২০	৫৭২	২৮৯৭
৬	ডিসেম্বর, ২০২১	১৭	৩৬৫	২৮৬	২৪৮	৯১৬	৫৬	১২৪৫	৩৬২	৪১৭	২০৮০
৭	জানুয়ারি, ২০২২	৩৫	২৭৬	২৭৮	২৬৩	৮৫২	৯৫	১৩৬০	৫৯১	২৯২	২৩৩৮
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২২	৩৬	৩৪২	৩১৪	৪৬২	১১৫৪	৬৯	১০৯২	৫০৪	৪৩৭	২১০২
৯	মার্চ, ২০২২	২২	৩৪৫	২৮৯	৫৫৯	১২১৫	৪৩	৬৯১	১৫১	১২৮	১০১৩
১০	এপ্রিল, ২০২২	৩৪	৩৮৫	২৯৯	৪৩০	১১৪৮	১৯	৫৯৫	২২২	৩৩০	১১৬৬
১১	মে, ২০২২	২৪	২৩৯	২১২	৯৬৯	১৪৪৪	৩৫৯	৯২২	২৬২	৫৪৪	২০৮৭
১২	জুন, ২০২২	১৭	১৯৪	২৫২	৭৮৪	১২৪৭	৩৭০	২৩২১	৮১২	৭৪৯	৪২৫২
	মোট	৪৫৯	২৯৭৩	২৬৬০	৪৪৭৬	১০৫৬৮	৭৯৫২	১৭৩৬৩	৫৯৭১	৫৫১০	৩৬৭৯৬

উৎস: সাধারণ শাখা, ডাইফ, ২০২২

শ্রম আইন লঙ্ঘন, শাস্তি প্রদান, মামলা দায়ের ও মামলা নিষ্পত্তি

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে নিরলসভাবে কাজ করছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। আইন বাস্তবায়ন করতে গিয়ে প্রথমে কারখানা বা প্রতিষ্ঠান সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক শ্রম আইন ও বিধির লঙ্ঘনসমূহ চিহ্নিত করা হয় এবং তা শোধরানোর জন্য কারখানা ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ বরাবর সময় উল্লেখপূর্বক নোটিশ প্রদান করা হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশোধন না করলে পরবর্তীতে তাগিদপত্র প্রদান করা হয়। এছাড়া সময়ে সময়ে কারখানার মালিক বা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে সচেতনতামূলক পরামর্শ প্রদান করা হয়। তারপরও নির্দেশনা পালন না করা হলে শ্রম আইনের বিধান লঙ্ঘনের দায়ে সংশ্লিষ্ট কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শ্রম আদালতে মামলা রুজু করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মামলা দায়ের করা হয়েছে মোট ১,৪২৬টি। এর মধ্য থেকে ৬৮২টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে।

টেবিল: মামলা দায়ের ও মামলা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নং	মাস	২০২১-২০২২ অর্থবছরে মামলা প্রদানের সংখ্যা						২০২১-২০২২ অর্থবছরে মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা						মামলা নিষ্পত্তি বাবদ জরিমানা আদায়
		কারখানা, ও দোকান ও প্রতিষ্ঠানের মামলা প্রদান সংক্রান্ত তথ্য						কারখানা, ও দোকান ও প্রতিষ্ঠানের মামলা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য						
		আরএমজি	নন-আরএমজি	দোকান	প্রতিষ্ঠান	শিশু শ্রমের মামলা	মোট মামলা (১+২+৩+৪+৫)	আরএমজি	নন-আরএমজি	দোকান	প্রতিষ্ঠান	শিশু শ্রমের মামলা	নিষ্পন্ন মামলা সংখ্যা মোট (৭+৮+৯+১০+১১)	
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১	জুলাই, ২০২১	৩	৭	১	৮	০	১৯	১	০	০	০	০	১	৩০০০
২	আগস্ট, ২০২১	৩	৮	০	১	০	১২	০	১৬	৫৯	৩৫	০	১১০	৪৬৫০০০
৩	সেপ্টেম্বর, ২০২১	২১	৩৬	৯	২৭	১৫	১০৮	০	৩৫	৩৬	১৯	৩	৯৩	৬০১৪০০
৪	অক্টোবর, ২০২১	১৭	৯৪	২৫	৮	০	১৪৪	১	৩১	১৪	১৭	৯	৭২	৩৯৫০০০
৫	নভেম্বর, ২০২১	২০	৯২	৩২	১৮	১০	১৭২	০	৪০	২৬	১৬	১	৮৩	৪১৬৫০০
৬	ডিসেম্বর, ২০২১	৭	৩২	২১	৯	৫	৭৪	০	১৭	২০	৫	২	২	২৯৬৫০০
৭	জানুয়ারি, ২০২২	৩০	৪৫	১৭	৭	৬	১০৫	১	২৭	৩১	১০	০	৬৯	৩৮২২০০
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২২	৬	৪৩	২৪	৩৮	০	১১১	০	১০	৭	৫	২	২৪	১১৮০০০
৯	মার্চ, ২০২২	১৩	১৩৭	৪১	৬৪	৫	২৬০	২	১২	১১	১৫	৪	৪৪	১৯৯০০০
১০	এপ্রিল, ২০২২	১১	৭১	১০	৩৩	৩	১২৮	০	১৯	২৫	১৭	১	৬২	২৪৮০০০
১১	মে, ২০২২	৯	৯১	৭৫	৫৯	৩	২৩৭	২	২৪	১৩	১৫	১	৫৫	২৫৮৫০০
১২	জুন, ২০২২	৬	৩০	৬	১১	৩	৫৬	১	২৬	১৬	২৩	১	৬৭	২৩১৫০০
	মোট	১৪৬	৬৮৬	২৬১	২৮৩	৫০	১৪২৬	৮	২৫৭	২৫৮	১৭৭	২৪	৬৮২	৩৬১৪৬০০

উৎস: সাধারণ শাখা, ডাইফ, ২০২২

গণশুনানি নিষ্পত্তি

সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ সৃজনের লক্ষ্যে শ্রমিক ও মালিকপক্ষের উপস্থিতিতে মাঠ পর্যায়ের উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহে নিয়মিত গণশুনানির আয়োজন করা হয়। শ্রমিকের মজুরি, মাতৃত্বকালীন সুবিধা, কর্মঘণ্টা, ছুটি, কারখানার লে-আউট প্ল্যান, বিভিন্ন রেজিস্টার সংরক্ষণ, ঠিকাদার সংস্থার লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন, নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র, ওভারটাইম এবং শ্রম আইনের বিভিন্ন ধারা লঙ্ঘন সংক্রান্ত বিষয়ে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য এসব গণশুনানি আয়োজন করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৮৯২ দিন গণশুনানি আয়োজনের মাধ্যমে ৮৩৭ জন সেবা প্রত্যাশীর ৭৯৮টি আবেদন বা অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

টেবিল: গণশুনানি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নং	মাস	গণশুনানি আয়োজন		
		দিনের সংখ্যা	সেবা প্রত্যাশীর সংখ্যা	নিষ্পত্তির সংখ্যা
১	জুলাই, ২০২১	৫১	২৮	২৮
২	আগস্ট, ২০২১	৭৫	৫২	৪৯
৩	সেপ্টেম্বর, ২০২১	৮৪	৮৪	৭৬
৪	অক্টোবর, ২০২১	৮০	৭৬	৫৮
৫	নভেম্বর, ২০২১	৮৪	৭৫	৭৫
৬	ডিসেম্বর, ২০২১	৮০	৫৬	৫৬
৭	জানুয়ারি, ২০২২	৭৫	১২১	১২০
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২২	৭২	৭৭	৭৭
৯	মার্চ, ২০২২	৭৮	৮২	৮২
১০	এপ্রিল, ২০২২	৭১	৫৭	৫৪
১১	মে, ২০২২	৬৯	৪৫	৪৫
১২	জুন, ২০২২	৭৩	৮৪	৭৮
মোট		৮৯২	৮৩৭	৭৯৮

উৎস: সাধারণ শাখা, ডাইফ, ২০২২

উদ্বুদ্ধকরণ সভা

বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা বাস্তবায়নে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের ২৩ টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় কর্তৃক পেশাগত স্বাস্থ্য, সেইফটি ও শ্রম সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত শ্রমিক ও মালিকপক্ষের জন্য মোট ৯২২টি উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজন করা হয়েছে।

টেবিল: উদ্বুদ্ধকরণ সভা সংখ্যার তথ্য

ক্রমিক নং	মাস	বর্তমান মাসে উদ্বুদ্ধকরণ সভার সংখ্যা
১	জুলাই, ২০২১	৩০
২	আগস্ট, ২০২১	৫৭
৩	সেপ্টেম্বর, ২০২১	৯৪
৪	অক্টোবর, ২০২১	৯১
৫	নভেম্বর, ২০২১	৯৮
৬	ডিসেম্বর, ২০২১	৯৩
৭	জানুয়ারি, ২০২২	৭৫
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২২	৯১
৯	মার্চ, ২০২২	১১৫
১০	এপ্রিল, ২০২২	৭৫
১১	মে, ২০২২	৮৩
১২	জুন, ২০২২	২৫
মোট		৯২৭

উৎস: সাধারণ শাখা, ডাইফ, ২০২২

আউটসোর্সিং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ১২৫টি আউটসোর্সিং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করেছে এবং ১৫৯টি আউটসোর্সিং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স নবায়ন করেছে। আউটসোর্সিং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স নবায়ন বাবদ মোট রাজস্ব আয় হয়েছে ৫২,২২,৪৩৭ (বায়ান্ন লক্ষ বাইশ হাজার চারশত সাইত্রিশ) টাকা।

টেবিল: আউটসোর্সিং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন সংবলিত তথ্য

ক্রমিক নং	মাস	নতুন লাইসেন্স সংখ্যা	লাইসেন্স নবায়ন সংখ্যা	রাজস্ব আয়
১	জুলাই, ২০২১	৪	০	১০০০০০
২	আগস্ট, ২০২১	২	২	৬২০০০
৩	সেপ্টেম্বর, ২০২১	৮	৫	২০৪৫০০
৪	অক্টোবর, ২০২১	৬	১৮	৪০৩২৫০
৫	নভেম্বর, ২০২১	১৬	১৭	৬৮৫৭৫০
৬	ডিসেম্বর, ২০২১	১২	২০	৪৬১৫০০
৭	জানুয়ারি, ২০২২	১৭	২৪	৭২৯৭৫০
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২২	৭	১৮	৫২০৭৫০
৯	মার্চ, ২০২২	১৫	২৮	৬৭৫২৫০
১০	এপ্রিল, ২০২২	২০	১২	৬৮৮০০০
১১	মে, ২০২২	৮	১	২০২৫০০
১২	জুন, ২০২২	১০	১৪	৪৮৯১৮৭
মোট		**১২৫**	**১৫৯**	**৫২২২৪৩৭**

উৎস: সাধারণ শাখা, ডাইফ, ২০২২

নিম্নতম মজুরি বাস্তবায়ন

বাংলাদেশ সরকার ৪২টি সেক্টরে নিম্নতম মজুরি বাস্তবায়ন করছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অন্যতম ম্যান্ডেট হচ্ছে বিভিন্ন সেক্টরে নিম্নতম মজুরি বাস্তবায়ন করা। বাংলাদেশ শ্রম আইনের ধারা-১৪৯ মোতাবেক নিম্নতম মজুরি হারের কম হারে মজুরি প্রদান নিষিদ্ধ। এই ধারা বাস্তবায়নে ডাইফ বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করে যাচ্ছে। নিম্নতম মজুরি বাস্তবায়নে কোন লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হলে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে কারখানা বা প্রতিষ্ঠানকে নোটিশ করা হয়। তারপরও নিম্নতম মজুরি বাস্তবায়নে গাফিলতি পরিলক্ষিত হলে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

নিয়োগবিধি অনুমোদন

বিভিন্ন কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের নিয়োগবিধি অনুমোদন করে থাকে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ৩২টি কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব চাকুরি বিধি অনুমোদন করা হয়েছে।

কারখানায় সংঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ প্রদান

দেশব্যাপী কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে শ্রম পরিদর্শকগণ ঘটনাস্থল সরেজমিন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের মাধ্যমে দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণ অনুসন্ধান, প্রতিবেদন তৈরি এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধে কারখানা মালিক ও শ্রমিক পক্ষকে যথাযথ পরামর্শ প্রদান করা হয়। এছাড়া বিশেষ কোন দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে তদন্ত কমিটি গঠনপূর্বক তদন্ত করা হয়। তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ক্ষতিগ্রস্তদের আইনানুগ ক্ষতিপূরণ প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে দুর্ঘটনায় আহত এবং নিহত শ্রমিকদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ বাবদ মোট ৩,১৭,৪৮,০০০ (তিন কোটি সতেরো লক্ষ আটচল্লিশ হাজার) টাকা মালিকপক্ষ কর্তৃক প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

টেবিল: দুর্ঘটনা এবং ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নং	মাস	দুর্ঘটনার সংখ্যা	আহত/গুরুতর আহত	নিহত	ক্ষতিপূরণের পরিমাণ (টাকা)
১	জুলাই, ২০২১	৩	৩৮	৫৬	২১০০০০
২	আগস্ট, ২০২১	৫	২	৫	০
৩	সেপ্টেম্বর, ২০২১	৮	২	৮	৭৫০০০০
৪	অক্টোবর, ২০২১	৫	২	৩	৩১১৮০০০
৫	নভেম্বর, ২০২১	২	০	৬	৪০০০০
৬	ডিসেম্বর, ২০২১	৪	০	৮	১০৩৫০০০০
৭	জানুয়ারি, ২০২২	৩	১	৩	৫০০০০০
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২২	৫	১	৭	৯১৫০০০
৯	মার্চ, ২০২২	৩	০	৫	৭৬০০০০
১০	এপ্রিল, ২০২২	২	১	১	২০০০০০
১১	মে, ২০২২	২	২	২	৪৭৫০০০
১২	জুন, ২০২২	৩	১৩১	৪২	১৪৪৩০০০০
মোট		৪৫	১৮০	১৪৬	৩১৭৪৮০০০

উৎস: সাধারণ শাখা, ডাইফ, ২০২২

সেইফটি কমিটি গঠন

বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালার নির্দেশনা মোতাবেক কারখানায় সেইফটি কমিটি গঠন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে গঠিত সেইফটি কমিটির সংখ্যা ১১০৭টি। সেইফটি কমিটি গঠন কার্যক্রমের শুরু থেকে জুন, ২০২২ পর্যন্ত আরএমজি কারখানাগুলোতে ৩২৬৯টি এবং নন আরএমজি কারখানাগুলোতে ২৬৯০টি; মোট ৫৯৫৯টি কারখানায় সেইফটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়া অবশিষ্ট কারখানাসমূহে সেইফটি কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

টেবিল: কারখানায় সেইফটি কমিটি গঠন সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নং	মাস	সেইফটি কমিটির সংখ্যা
১	জুলাই, ২০২১	২১
২	আগস্ট, ২০২১	৩৫
৩	সেপ্টেম্বর, ২০২১	১৩৮
৪	অক্টোবর, ২০২১	৮১
৫	নভেম্বর, ২০২১	১৫২
৬	ডিসেম্বর, ২০২১	১৫৮
৭	জানুয়ারি, ২০২২	১১৮
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২২	৯০
৯	মার্চ, ২০২২	১৪৪
১০	এপ্রিল, ২০২২	৮১
১১	মে, ২০২২	৬৬
১২	জুন, ২০২২	২৩
	সর্বমোট	১১০৭

উৎস: সেইফটি শাখা, ডাইফ, ২০২২

শিশুকক্ষ স্থাপন এবং উদ্বুদ্ধকরণ সভা

কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ, নারীর ক্ষমতায়ন এবং জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদানের বিষয় বিবেচনায় রেখে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। নারীবান্ধব এবং স্বাস্থ্যসম্মত কর্মক্ষেত্র নিশ্চিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে এই অধিদপ্তর। কর্মরত নারীর সন্তানদের জন্য কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে শিশুকক্ষ (ডে-কেয়ার সেন্টার) স্থাপন করা হচ্ছে। ডাইফের তত্ত্বাবধানে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৫১৫টি কারখানা/প্রতিষ্ঠানে শিশুকক্ষ স্থাপন করা হয়েছে এবং এতদসংক্রান্ত ৪৩১টি উদ্বুদ্ধকরণ সভা করা হয়েছে।

টেবিল: শিশুকক্ষ স্থাপন এবং উদ্বুদ্ধকরণ সভা বিষয়ক তথ্য

ক্রমিক নং	মাসের নাম	স্থাপিত ডে-কেয়ারের সংখ্যা	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা
১	জুলাই, ২০২১	১৭	১৩
২	আগস্ট, ২০২১	২২	১৯
৩	সেপ্টেম্বর, ২০২১	২৮	৩৮
৪	অক্টোবর, ২০২১	৪৭	৩৮
৫	নভেম্বর, ২০২১	৭০	৭২
৬	ডিসেম্বর, ২০২১	৭৩	৫৫
৭	জানুয়ারি, ২০২২	৩৫	৩১
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২২	৭৯	৪৯
৯	মার্চ, ২০২২	৭৯	৬১
১০	এপ্রিল, ২০২২	৪৩	২১
১১	মে, ২০২২	১৭	২৭
১২	জুন, ২০২২	৫	৭
মোট		৫১৫	৪৩১

উৎস: স্বাস্থ্য শাখা, ডাইফ, ২০২২

প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিতকরণ

শ্রম পরিদর্শকদের নিয়মিত পরিদর্শন ও মনিটরিং এর মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদেরকে বাংলাদেশ শ্রম আইনের চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট মাতৃত্বকল্যাণ সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রমিক সংখ্যা ১২,৬৬৪ জন এবং বিভিন্ন কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের মালিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নারী শ্রমিকগণকে প্রদানকৃত মোট আর্থিক সুবিধার পরিমাণ ৪৭,১০,৬৬,১৪৫ (সাতচল্লিশ কোটি দশ লক্ষ ছেষট্টি হাজার একশত পঁয়তাল্লিশ) টাকা।

টেবিল: প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিতকরণ বিষয়ক তথ্য

ক্রমিক নং	মাস	শ্রমিকের সংখ্যা	অর্থের পরিমাণ
১	জুলাই, ২০২১	১৩৪	৩৮৬৯৭৪৬
২	আগস্ট, ২০২১	১০০৮	৪০১৩৮৫২৭
৩	সেপ্টেম্বর, ২০২১	১১৯৮	৩৮৪২১৬৮২
৪	অক্টোবর, ২০২১	৬৩৮	২২৯৯৪০৩৪
৫	নভেম্বর, ২০২১	৬৪২	২৪০০৯৪৬১
৬	ডিসেম্বর, ২০২১	৭৬১	২৪৬৩০৪৫১
৭	জানুয়ারি, ২০২২	১৯৩১	৮৬০৬২৯৫১
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২২	২০৪৮	৭৩২৬৫১১৮
৯	মার্চ, ২০২২	১৫৯৮	৬১৬৪৯১৯৭
১০	এপ্রিল, ২০২২	৭২৩	২৭৭৪১১৮২
১১	মে, ২০২২	১১৯৩	৪২২৫১৯২৫
১২	জুন, ২০২২	৭৯০	২৬০৩১৮৭১
মোট		১২৬৬৪	৪৭১০৬৬১৪৫

উৎস: স্বাস্থ্য শাখা, ডাইফ, ২০২২

বাধ্যতামূলক গ্রুপ বীমা সংক্রান্ত তথ্য

বাংলাদেশ শ্রম আইনের ধারা ৯৯ এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা মোতাবেক ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৫৬টি কারখানা/প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলক গ্রুপ বীমা চালু করা হয়েছে।

টেবিল: বাধ্যতামূলক গ্রুপ বীমা বিষয়ক তথ্য

ক্রমিক নং	মাস	কারখানা/প্রতিষ্ঠান সংখ্যা
১	জুলাই, ২০২১	৬
২	আগস্ট, ২০২১	১
৩	সেপ্টেম্বর, ২০২১	৫
৪	অক্টোবর, ২০২১	২
৫	নভেম্বর, ২০২১	৮
৬	ডিসেম্বর, ২০২১	২
৭	জানুয়ারি, ২০২২	৮
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২২	৯
৯	মার্চ, ২০২২	৩
১০	এপ্রিল, ২০২২	৪
১১	মে, ২০২২	৭
১২	জুন, ২০২২	১
মোট		৫৬

উৎস: স্বাস্থ্য শাখা, ডাইফ, ২০২২

নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান ও কর্মরত শ্রমিক

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত-২০১৮) এর ধারা ১(৪) এ উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ বা শ্রমিকগণ বাদে সকল কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনযোগ্য কাজের জায়গাসমূহ বলে বিবেচিত। ২০২০-২১ অর্থবছরে অনিবন্ধিত কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান এর সংখ্যা ৪৪০৮৩০টি এবং নিবন্ধিত কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান এর সংখ্যা ৮৮০২৭ টি। আরএমজি সেক্টরে নিয়োজিত শ্রমিক সংখ্যা ২৭৬৪৪০০জন এবং ননআরএমজি সেক্টরে নিয়োজিত শ্রমিক সংখ্যা ৩৬১২৩৫৭ জন।

টেবিল: নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান সংখ্যা (১৮ জুলাই, ২০২১ পর্যন্ত হালনাগাদকৃত)

উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়	অরেজিষ্ট্রিকৃত কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান					রেজিষ্ট্রিকৃত কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান				
	কারখানার সংখ্যা		দোকান ও প্রতিষ্ঠান সংখ্যা		মোট (১+২+৩+৪)	কারখানার সংখ্যা		দোকান ও প্রতিষ্ঠান সংখ্যা		মোট (৫+৬+৭+৮)
	আরএমজি	নন-আরএমজি	দোকান	প্রতিষ্ঠান		আরএমজি	নন-আরএমজি	দোকান	প্রতিষ্ঠান	
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ঢাকা	৬০৯	১৪৯৩	৩৪৯৮০	৩২০৫	৪০২৮৭	২৪৯৯	২০০৯৫	৩৭০৯	২০১৫	২৮৩১৮
চট্টগ্রাম	৩৪৩	৪২০০	৭২০০০	৫৫৬০	৮২১০৩	১১৬৭	৩৬২৩	২৬৬২	২১১৩	৯৫৬৫
গাজীপুর	০	১৫০০	৬৫০০	৫০০	৮৫০০	২২৫৬	২৪০৯	৩৫৪	১২৬	৫১৪৫
নারায়ণগঞ্জ	৫	১৮১০	৭৪১৭	৪৭৯	৯৭১১	৬৮২	২৬৭৫	৫০৭	১৯৯	৪০৫৭
মুন্সিগঞ্জ	০	৭০০	৬০০০	৩০০	৭০০০	০	৫২২	১৯৫	৮৮	৮১১
নরসিংদী	০	২৯১৫	৩১৭২	২৮২	৬৩৬৯	১৪	২৩৪৬	৪৩৬	৮১	২৮৭৭
ফরিদপুর	০	৭৮০	২৪৮০০	৬০০	২৬১৮০	২	৫২১	২০৬	২৮০	১০০৯
টাঙ্গাইল	০	১৮২২	২১২৪	৪৮৮	৪৪৩৪	৩৬	১৭৬৬	৩৯৮	৩০৮	২৫০৮
ময়মনসিংহ	০	৫০০০	৩৮০০০	৩৫০০	৪৬৫০০	৭৪	২৭০৩	১২১৯	১১৮৬	৫১৮২
কিশোরগঞ্জ	০	১৩২	৩৯৮	১৬	৫৪৬	২	১৩২৩	২৪৯	৭৬০	২৩৩৪
কুমিল্লা	০	৩০০০	৩০০০০	৬০০০	৩৯০০০	১৪	১৩৩০	৫৯১	৬৬০	২৫৯৫
রাজশাহী	০	১৯২	৪৭৬৯	৩৯২	৫৩৫৩	১	১৩৬৫	৫১০	১৭৯	২০৫৫
পাবনা	০	৩৪৫	২৮২০	৪৪৮	৩৬১৩	-	১৯৮১	৬১৫	১৩১	২৭২৭
বগুড়া	০	১৪৮৭	৯৯৫০	৭৪০	১২১৭৭	-	১৪৪৫	৩৩২	৫৯৬	২৩৭৩
সিরাজগঞ্জ	০	১২০৭	৪৭৫	১৯২	১৮৭৪	৪	১২১৯	২৯৯	১৭৯	১৭০১
রংপুর	০	১৩৫৬	৮০০০০	৬৫৫	৮২০১১	২	১৪১৬	৭৩১	৫৩০	২৬৭৯
দিনাজপুর	০	১৬৯৯	৫৬৫০	১১১০	৮৪৫৯	-	১০১৯	৯৮২	৭২২	২৭২৩
খুলনা	০	৬৫০	১২,৮০০	৩,১৫০	১৬৬০০	-	১১৯২	৩৫৫	৫৫১	২০৯৮
যশোর	০	১২৭২	১১০৫০	৯২৬	১৩২৪৮	৯	১০৪০	১৩৬	৫৯৯	১৭৮৩
কুষ্টিয়া	০	৫০	২০০০	১০০	২১৫০	-	৭৯৩	১৭০	২৪৩	১২০৬
সিলেট	০	৭৩২	১০২৩০	১৬৪৯	১২৬১১	-	৬৪৭	২৬৭	২৭০	১১৮৫
মৌলভীবাজার	০	৭৮৮	৩৯৩	৩১৩	১৪৯৪	১২	৭৫০	২৮৬	২৮৭	১৩৩৫
বরিশাল	০	৭২২	৮৮৯৫	৯৯৩	১০৬১০	-	৮০৮	২৯০	৬৬৩	১৭৬১
মোট	৯৫৭	৩৩৮৫২	৩৭৪৪২৩	৩১৫৯৮	৪৪০৮৩০	৬৭৭৪	৫২৯৮৮	১৫৪৯৯	১২৭৬৬	৮৮০২৭

উৎস: সাধারণ শাখা, ডাইফ, ২০২২

টেবিল: নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে

ক্র. নং.	কার্যালয়ের নাম	সর্বমোট কারখানার সংখ্যা		শ্রমিক সংখ্যা	
		আরএমজি	নন আরএমজি	আরএমজি	নন আরএমজি
		১	২	৩	৪
১	ঢাকা	২৪৯৯	২০০৯৫	১৭৫৬০৭	৩৬০২৩৯
২	গাজীপুর	১১৬৭	৩৬২৩	১৯৭১৪০৭	১১৫৪৪৭৫
৩	নারায়ণগঞ্জ	২২৫৬	২৪০৯	২৬৫৭৩০	৪৭০৪৮২
৪	চট্রগ্রাম	৬৮২	২৬৭৫	১৭৬৩১১	৩৪০৩৪৯
৫	ময়মনসিংহ	০	৫২২	১১২৩৮৮	১৭৪১৫৬
৬	টাঙ্গাইল	১৪	২৩৪৬	৩৬৬৫৭	১২১২৩৩
৭	কিশোরগঞ্জ	২	৫২১	০	৪০৬৫৬
৮	সিলেট	৩৬	১৭৬৬	০	৩১৩৬০
৯	মৌলভীবাজার	৭৪	২৭০৩	৪২০০	১৩৪৮৬২
১০	কুমিল্লা	২	১৩২৩	৪০০০	৬৩৩৫০
১১	নরসিংদী	১৪	১৩৩০	১১৬৬১	১১৩৫১০
১২	মুন্সীগঞ্জ	১	১৩৬৫	০	২৭৮০৭
১৩	ফরিদপুর	-	১৯৮১	৪৪৬	৪৫৮১৫
১৪	খুলনা	-	১৪৪৫	০	১০৪৩৭৬
১৫	যশোর	৪	১২১৯	৩৯৩০	৮৩৫০৮
১৬	কুষ্টিয়া	২	১৪১৬	০	৩২৬১৩
১৭	দিনাজপুর	-	১০১৯	০	৩০৫০৮
১৮	রাজশাহী	-	১১৯২	৬৯৩	৩৮০০৯
১৯	রংপুর	৯	১০৪০	৩৫০	৭৭০৩৯
২০	বগুড়া	-	৭৯৩	০	৪৬৩১৭
২১	সিরাজগঞ্জ	-	৬৪৭	১০২০	৩১৯৬১
২২	পাবনা	১২	৭৫০	০	৪০,৩৫১
২৩	বরিশাল	-	৮০৮	০	৪৯৩৮১
মোট		৬৭৭৪	৫২৯৮৮	২৭৬৪৪০০	৩৬১২৩৫৭

পরিদর্শন সার্ভিস সম্পর্কিত আইন ও বিধি

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত-২০১৮) ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ তে পরিদর্শন সার্ভিসের কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত আইন ও বিধির উল্লেখ রয়েছে।

১) বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত-২০১৮) এর ধারা ৩১৯ মোতাবেক পরিদর্শকগণ পরিদর্শন করতে পারবেন।

২) বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত-২০১৮) এর ধারা ২১৫, ২১৬ মোতাবেক পরিদর্শকগণ শ্রম আদালতে মামলা দায়ের করতে পারবেন।

৩) এছাড়াও বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত-২০১৮) এর ধারা ৩ক এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এর বিধি ৭,৮,৯,১০,১১,১২ অনুযায়ী ঠিকাদারী সংস্থার লাইসেন্স গ্রহণ ও নবায়ন করা যাবে।

৪) বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত-২০১৮) এর ধারা ৩২৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এর বিধি ৩৫৪ মোতাবেক কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স ও নবায়ন প্রদান করা যাবে।

৫) বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এর ৩,৪,৫,৬ মোতাবেক যেকোন প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নিয়োগ বিধির অনুমোদন দেয়া যাবে।

২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিষয়ক তথ্য

অধিদপ্তরের বাজেট প্রণয়ন, বাজেট বণ্টন, কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি, অফিস ভাড়া, অফিস পরিচালনা ব্যয়, ক্রয় পরিকল্পনা, অডিট ও অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি, কর বহির্ভুত রাজস্ব আয়ের হিসাব সংরক্ষণ ও ক্রয় ইত্যাদি বিষয় সম্পাদন করা এ শাখার মূল কাজ। এছাড়াও অধিদপ্তরের আর্থিক বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কাজ এ উপশাখার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

অর্থনৈতিক কোড	খাতের নাম	২০২১-২২ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ	২০২১-২২ অর্থবছরে সংশোধিত বরাদ্দ	২০২১-২২ অর্থবছরে মোট খরচ	মন্তব্য
৩১	**কর্মচারীদের প্রতিদান**				
৩১১১১০১	মূলবেতন (অফিসার)	১১৭৫০০	১১৭৫০০	১০২৪৯২	
৩১১১২০১	মূলবেতন (কর্মচারী)	৩৫০০০	৩৫০০০	৩০৫৪৬	
৩১১১	নগদ মজুরি ও বেতন	১৩৪০০০	১৪০১০০	১২২০৫৯	
উপমোট		**২৮,৬৫,০০**	**২৯,২৬,০০**	**২৫৫০৯৭**	
৩২	পণ্য ও সেবার ব্যবহার				
৩২১১	**প্রশাসনিক ব্যয়**	১০২৭১০	৬৬৬৫০	৫১২৪৮	
৩২৫	**পণ্য ও সেবা**	৩২৯০০	৩৩৫৩৫	৩২৬২১	
উপমোট		**১৩,৫৬,১০**	**১০,০১,৮৫**	**৮৩৮৬৯**	
৩৮	আবর্তক স্থানান্তর যা অন্যত্র শ্রেনীবদ্ধ নয়				
৩৮২১	**উপমোট**	**২২,০০**	**২২০০**	**১২১০**	
৪১	অআর্থিক সম্পদ				
৪১১২	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	২৫০৯০	২৫৩৯০	১৭৭১৬	
উপমোট		**২,৫০,৯০**	**২,৫৩,৯০**	**১৭৭১৬**	
মোট		**৪৪,৯৪,০০**	**৪২,০৩,৭৫**	**৩৫,৭৮,৯২**	বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে প্রকৃত ব্যয়ের হার ৮৫%

কর বহির্ভূত রাজস্ব আয় (নন-ট্যাক্স রেভিনিউ)

কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে শোভন, স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে ব্যবসা এবং বিনিয়োগের সুষ্ঠু পরিবেশ রাখার জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। এ লক্ষ্যে কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। পরিদর্শনের মাধ্যমে শ্রম আইন বাস্তবায়নের পাশাপাশি কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান এবং লাইসেন্স নবায়ন করে কর বহির্ভূত রাজস্ব আদায় করে দেশের অর্থনীতিতে সর্বদা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে ডাইফ। ২০২১-২২ অর্থবছরে লাইসেন্স প্রদান এবং লাইসেন্স নবায়ন বাবদ মোট ৫,৯৭,২৬,৫৬৬/- (পাঁচ কোটি সাতানব্বই লক্ষ ছাব্বিশ হাজার পাঁচ শত ছিষট্টি) টাকা আয় করেছে।

টেবিল: কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর বহির্ভূত রাজস্ব আয়

ক্রমিক নং	মাস	কর বহির্ভূত রাজস্ব আয়
১	জুলাই, ২০২১	৭৯,৭৫,৩০৯/-
২	আগস্ট, ২০২১	৭১,১৩,৫০২/-
৩	সেপ্টেম্বর, ২০২১	৬৪,১৬,৭০৭/-
৪	অক্টোবর, ২০২১	৪৩,৮০,৫৩৩/-
৫	নভেম্বর, ২০২১	৪৭,৫৭,৭৯২/-
৬	ডিসেম্বর, ২০২১	৩৬,৪৬,৭৪১/-
৭	জানুয়ারি, ২০২২	৪৬,৬০,৩৩৪/-
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২২	৪২,৪৬,৭৪৮/-
৯	মার্চ, ২০২২	২৮,২৪,৭৭৯/-
১০	এপ্রিল, ২০২২	২৮,৮৮,৭৪৫/-
১১	মে, ২০২২	২১,৭৯,০০৮/-
১২	জুন, ২০২২	৮৬,৩৬,৩৪৮/-
মোট		**৫,৯৭,২৬,৫৬৬/-**

উৎস: হিসাব উপশাখা, ডাইফ, জুলাই, ২০২২

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস, ২০২২ উদযাপন

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতি বছরের ন্যায় ২৮ এপ্রিল ২০২২ তারিখে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস" উদযাপন করা হয়। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ হলো:

▶ ২৮ এপ্রিল ২০২২ তারিখে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

▶ একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়।

▶ জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস উপলক্ষ্যে বহুল প্রচারিত জাতীয় পত্রিকাসমূহে ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়।

▶ বিটিভিসহ অন্যান্য বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে OSH Day, ২০২২ উপলক্ষ্যে টকশো আয়োজন করা হয়।

▶ ঢাকা শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক, চত্ত্বর সজ্জিত করা হয় এবং দিবসটি উদযাপনের স্থিরচিত্র ও ভিডিও ধারণ করা হয়।

▶ বিটিআরসি'র সহায়তায় জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস, ২০২২ এর প্রতিপাদ্য "নিশ্চিত করি শোভন কর্মপরিবেশ, সমৃদ্ধ হবে বাংলাদেশ" মোবাইল এসএমএস-এর মাধ্যমে প্রচার করা হয়।

▶ দিবসটির প্রতিপাদ্য সংবলিত বার্তা বিটিভিসহ বিভিন্ন বেসরকারি টেলিভিশন স্ক্রলে প্রচারিত হয়।

▶ গাজীপুর শিল্পঘন অঞ্চলে শ্রমিকদের জন্য ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়।

▶ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের সাথে সমন্বয় করে মাঠ পর্যায়ের ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে সচেতনতামূলক র‌্যালি ও সভা আয়োজন করা হয়।

অধিদপ্তরের ডিজিটাল সেবা

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর তার সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen's charter) অনুযায়ী বিভিন্ন নাগরিক সেবা প্রদান করে আসছে। তন্মধ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে পরিদর্শনের মাধ্যমে বাংলাদেশ শ্রম আইনের বাস্তবায়ন, কারখানার লে-আউট প্ল্যান অনুমোদন এবং লাইসেন্স/রেজিস্ট্রেশন প্রদান, কারখানা ও প্রতিষ্ঠান সমূহের চাকুরিবিধি অনুমোদন, শ্রমিকগণের চাকুরি সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি উল্লেখযোগ্য। এরূপ নাগরিক সেবা ছাড়াও এই অধিদপ্তর বিভিন্ন প্রকার দাপ্তরিক সেবা প্রদান করে থাকে। এসকল নাগরিক সেবা ও দাপ্তরিক সেবা প্রদান সহজতর করার লক্ষ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-এর একটি কর্মসূচির অধীনে কানাডা, নেদারল্যান্ডস ও যুক্তরাজ্যের অর্থ সহায়তায় Labour Inspection Management Application (LIMA) নামক একটি ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন নির্মাণ করেছে। পরবর্তীতে জার্মান উন্নয়ন সংস্থা GIZ এর অর্থ সহায়তায় এই অ্যাপ্লিকেশনটির একটি উন্নত সংস্করণ তৈরি করা হয় এবং ১ জুন, ২০২২ তারিখ হতে তা কার্যকর করা হয়। এই ডিজিটাল সেবাটি নাগরিক এবং দাপ্তরিক উভয় ধরনের সেবা প্রদানের জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে।

লিমা (https://lima.dife.gov.bd) ৬ মার্চ, ২০১৮ তারিখে উদ্বোধন করা হয়। জানুয়ারি ২০১৯ থেকে মাঠ পর্যায়ের সকল উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় লিমার মাধ্যমে পরিদর্শন কার্যক্রম শুরু করে। লিমা ব্যবহারে মাধ্যমে অধিদপ্তরের তথ্য সংগ্রহ এবং তথ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সহজ হয়েছে। এই ডিজিটাল সেবার ব্যবহার প্রমাণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণকে উৎসাহিত করে, তাই এটি স্বচ্ছতা ও নির্ভুলতার জন্য সহায়ক। লিমা প্রবর্তনের ফলে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ অনলাইনে কারখানার লাইসেন্স/রেজিস্ট্রেশন গ্রহণ ও নবায়ন সেবা পেয়ে থাকেন। এছাড়াও, পেশাগত দুর্ঘটনা ও পেশাগত ব্যাধির প্রতিবেদন, সেইফটি কমিটির তথ্য অনলাইনে জমা দিতে পারবেন। শ্রমিকরা অনলাইনে অভিযোগ প্রদান করতে পারেন এবং অভিযোগ প্রতিকারের অবস্থা যাচাই করতে পারেন। নির্দিষ্ট কিছু তথ্য, যেমন: শ্রম পরিদর্শন সংক্রান্ত পরিসংখ্যান, নিবন্ধনকৃত কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের তালিকা লিমা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

লিমা ব্যবহার করে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৫,৯৪৮টি পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে যার মধ্যে নিয়মিত পরিদর্শন ৫,৬৬২টি এবং বিশেষ পরিদর্শন ২৮৬টি। একই সময়ে ১২৯৯টি কারখানা/প্রতিষ্ঠানের নতুন লাইসেন্স লিমার মাধ্যমে অনলাইনে প্রদান করা হয়েছে এবং ৬১টি লাইসেন্সের নবায়ন অনলাইনে সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়াও, ৭৫টি অভিযোগ লিমার মাধ্যমে অনলাইনে গ্রহণ করা হয়েছে।

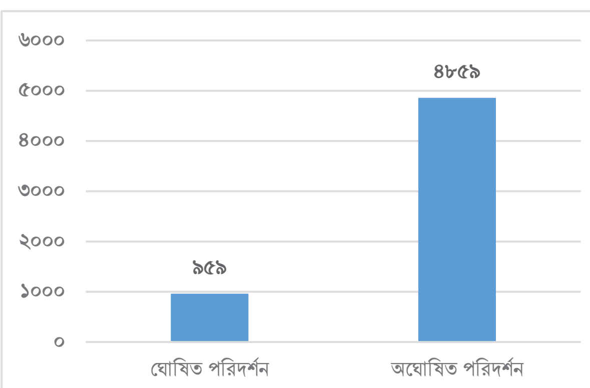

LIMA: ঘোষিত ও অঘোষিত পরিদর্শন, ২০২১-২০২২ অর্থবছর

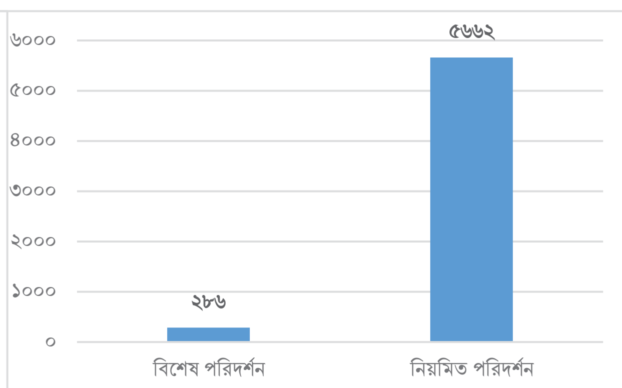

LIMA: নিয়মিত ও বিশেষ পরিদর্শন, ২০২১-২০২২ অর্থবছর

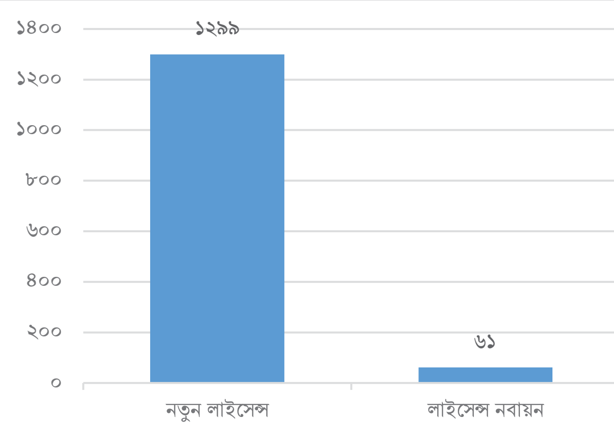

লিমার মাধ্যমে নতুন লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স নবায়ন, ২০২১-২০২২

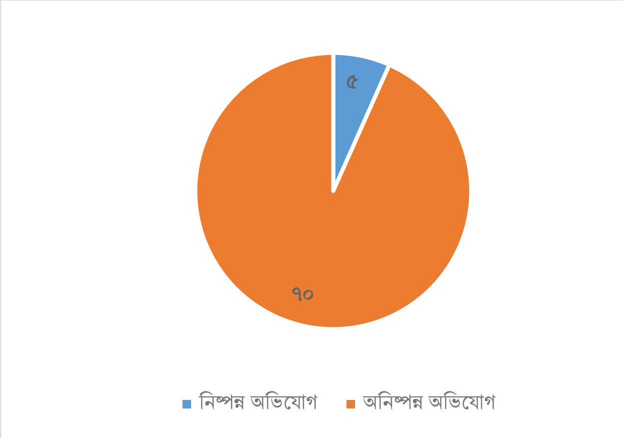

লিমার মাধ্যমে অভিযোগ প্রাপ্তি, ২০২১-২০২২

২০২১-২০২২ অর্থবছরে লিমা সফটওয়্যারটিতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বৈশিষ্ট্য সংযোজন করা হয়, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য-

- সরকারি পেমেন্ট প্রসেসর ekpay-এর সাথে সংযোগ স্থাপন, যার ফলে ব্যবহারকারীরা যেকোন স্থান থেকে প্রয়োজনীয় ফী জমা দিতে পারেন;
- টেলিকম অপারেটরের সাথে সংযোগ স্থাপন, যার ফলে ব্যবহারকারীরা আবেদন প্রক্রিয়ার বর্তমান অবস্থা এসএমএসের মাধ্যমে জানতে পারবেন;
- সরকারের ইলেক্ট্রনিক নথি ব্যবস্থাপনা ই-নথি এর সাথে সংযোগ স্থাপন, যার ফলে অধিদপ্তরের ব্যবহারকারীরা কারখানা/প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশনের কাজ সম্পূর্ণ ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে করতে পারেন;
- কারখানার লে-আউট প্ল্যান অনলাইনে জমা প্রদানের ব্যবস্থা এবং অনুমোদিত লে-আউট প্ল্যান ডাউনলোড করার ব্যবস্থা প্রচলন;
- অনুমোদিত লাইসেন্স ডাউনলোড করার ব্যবস্থা এবং কিউআর কোডের মাধ্যমে লাইসেন্স শনাক্তকরণের ব্যবস্থা প্রচলন;
- পেশাগত দুর্ঘটনা, ব্যাধি ও বিপজ্জনক ঘটনার ডিজিটাল রেজিস্টার প্রবর্তন;
- জাতীয় উদ্যোগের আওতায় ঝুঁকিপূর্ণ কারখানাসমূহের সংস্কার কার্যক্রম মনিটরিং ব্যবস্থার উন্নয়ন।

উদ্ভাবনী কার্যক্রম

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনায় 'ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রম জোরদারকরণ' এবং 'প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি'-এ দুইটি কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রের আওতায় সর্বমোট ১৩টি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় অধিদপ্তরের ইনোভেশন টিম কর্তৃক 'ডাইফ OSH e-tool' শীর্ষক উদ্ভাবনী ধারণাটি বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত হয়। উদ্ভাবনী ধারণাটির বাস্তবায়নের জন্য ০৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখে একটি অফিস আদেশ জারি করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় মে, ২০২২ হতে 'ডাইফ OSH e-tool' এর ওয়েব লিংকটি (https://dife.irtech.com.bd) পরীক্ষামূলকভাবে অধিদপ্তরের তথ্য বাতায়নে প্রদান করা হয়। উদ্ভাবনী ধারণা 'ডাইফ OSH e-tool'-এর একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এখানে প্রদান করা হলো:

এটি একটি ওয়েবভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন যার মাধ্যমে কারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক/ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের ভবন ও যন্ত্রপাতির ক্যাটাগরিভিত্তিক (অগ্নি, কাঠামোগত, বৈদ্যুতিক) ঝুঁকি কিছু প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে স্বমূল্যায়ন করতে পারবেন।

উদ্ভাবন ধারণাটি বাস্তবায়নের ফলে সময়, খরচ ও যাতায়াতের (TCV) ক্ষেত্রে যেসকল সুফল পাওয়া যাবে:

সময় (Time)	:	স্বল্পতম সময়ে একটি চেকলিস্টের মাধ্যমে কারখানার গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তাগত বিষয়গুলো মালিক/কর্তৃপক্ষ যাচাই করে নিতে পারবেন।
খরচ (Cost)	:	এই সেবা পেতে সেবাপ্রার্থীর কোন অর্থ খরচ করতে হবেনা।
যাতায়াত (Visit)	:	অনলাইন সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে যাতায়াতের প্রয়োজন নেই।

চিত্র: ডাইফ OSH ই-টুল এর হোমপেজ

এছাড়াও, ২০২১-২০২২ অর্থবছরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়:

১। ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজীকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা আয়োজন করা হয় এবং সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেওয়া হয়;

২। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে ০৪টি কর্মশালা আয়োজন করা হয়;

৩। ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি ও তথ্য বাতায়ন হালনাগাদের কার্যক্রম জোরদার করা হয়;

৪। ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ০৪টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়;

৫। একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শনের জন্য দেশের ভেতর শিক্ষা সফরের আয়োজন করা হয়।

চলমান প্রকল্পসমূহ

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ১৩ টি জেলা কার্যালয় স্থাপন

১	প্রকল্পের নাম	:	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ১৩ টি জেলা কার্যালয় স্থাপন (১ম সংশোধিত)
২	প্রকল্প পরিচালক	:	ড. ইমতিয়াজ মাহমুদ, যুগ্মসচিব ফোন: ০১৭১৪১৩৩৪০৩, ই-মেইল: pd.imtiaz.mahmud@gmail.com
৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
৪	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	:	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৫	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	২৪৪৫০.০০ লক্ষ টাকা
৬	প্রকল্পের মেয়াদ	:	০১ জুলাই ২০১৯ খ্রি. থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি.
৭	প্রকল্পের জনবল	:	প্রকল্প পরিচালক প্রেষণে, সহকারী প্রকল্প পরিচালক পদে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা এবং ৩ জন কর্মচারী অনিয়মিত শ্রমিক ক্যাটাগরিতে নিয়োজিত।
৮	ভৌত কাজ বাস্তবায়নাকারী	:	গণপূর্ত অধিদপ্তর, পেকু সার্কেল
৯	অর্থায়নের উৎস	:	সম্পূর্ণ জিওবি
১০	প্রকল্পের স্থান	:	চট্টগ্রাম, খুলনা, যশোর, নরসিংদী, টাঙ্গাইল, মুন্সীগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, রাজশাহী, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, সিলেট, দিনাজপুর, রংপুর, ফরিদপুর, মৌলভীবাজার, কুষ্টিয়া, বরিশাল ও ময়মনসিংহ (মোট ১৯ টি জেলা)
১১	চলতি ২০২১-২২ বছরে অর্থ বরাদ্দ ও ছাড় সংক্রান্ত তথ্য	:	২০২১-২২ অর্থ বছরে মোট সংশোধিত বরাদ্দ: ১১৮৫.০০ লক্ষ টাকা (রাজস্ব ৮৫.০০ লক্ষ টাকা এবং মূলধন ১১০০.০০ লক্ষ টাকা) প্রকৃত অর্থছাড়: ১১১০.০০ লক্ষ টাকা
১২	বরাদ্দ অনুযায়ী অগ্রগতি	:	৩০/০৬/২০২২ তারিখ পর্যন্ত অর্থ ছাড়: ১৭০০.০০ লক্ষ টাকা ৩০/০৬/২০২২ পর্যন্ত অর্থ ব্যয়: ১৬৬৪.৪৪ লক্ষ টাকা ছাড়কৃত অর্থের বিপরীতে আর্থিক অগ্রগতি: ৯৭.৯০%
১৩	প্রকল্পের আওতায় গৃহীতব্য প্রধান কার্যাবলী	:	১৩ টি জেলায় অফিস ভবন নির্মাণ ও ৬টি জেলায় বিদ্যমান ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ; ৭ টি জেলায় জমি অধিগ্রহণ; জেলা কার্যালয়সমূহের জন্য আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি ও যানবাহন (মোটর সাইকেল ক্রয়); শ্রম আইন সম্পর্কিত ১৬০টি স্থানীয় প্রশিক্ষণ আয়োজন; ৬ টি বৈদেশিক প্রশিক্ষণ আয়োজন;
১৪	প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি	:	২টি জেলায় (বরিশাল ও ময়মনসিংহ) ১ তলা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের কাজ শেষ পর্যায়ে আছে। ৪টি জেলায় (রংপুর, ফরিদপুর, মৌলভীবাজার ও কুষ্টিয়া) ৪ তলা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের কাজ চলমান রয়েছে। ৭ টি জেলা ভূমি অধিগ্রহণের জন্য পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে পাবনায়, জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। মুন্সীগঞ্জে ভূমিটি সরেজমিন পরিদর্শনের জন্য তারিখ নির্ধারিত হয়েছে। অন্যান্য জেলায় প্রস্তাব মোতাবেক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। শ্রম অধিদপ্তরের মালিকানাধীন জমিসমূহে ভবন নির্মাণ করার সুবিধার্থে স্থান নির্বাচনের জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত কমিটি পরিদর্শনপূর্বক সুপারিশ প্রদান করেছে এবং সে আলোকে মন্ত্রণালয় হতে ভবন নির্মাণের নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে: চট্টগ্রাম, সিরাজগঞ্জ এবং রাজশাহীতে শ্রম অধিদপ্তরের আওতাধীন জমিতে ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়েছে, সে আলোকে অনুমোদিত স্পেস ইউটিলাইজেশন প্ল্যান অনুযায়ী স্থাপত্য অধিদপ্তর হাল নকশা প্রণয়ণের কাজ করছে। বগুড়া জেলায় ইতোমধ্যে অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী দরপত্র আহ্বানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

			নরসিংদীতে ডিপিপি নির্ধারিত জমিতে ভবন নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার সংকুলান শ্রম অধিদপ্তর হতে প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না বিধায় ভূমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে অফিস ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়েছে। খুলনায় শ্রম অধিদপ্তরের অধীন প্রকল্পের আওতায় ডাইফ-এর ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ প্রকল্প দপ্তর স্থাপন করা হয়েছে। মূল ডিপিপি'র ১ম সংশোধন অনুমোদিত হয়েছে। জনবল নিয়োগের পদ্ধতি পরিবর্তনপূর্বক জনবল নিয়োগের কার্যক্রম শুরুর নিমিত্ত অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরিত হয়েছে।

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন

(ক) সাধারণঃ

১। প্রকল্পের নাম: 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন'

২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়: শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

৩। বাস্তবায়নকারি সংস্থা: কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৪। প্রাক্কলিত ব্যয় : অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী ১৪১২৫.০৮ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) ।

৫। প্রকল্প মেয়াদ: সেপ্টেম্বর, ২০১৮ খ্রি. হতে জুন, ২০২২ খ্রি. পর্যন্ত।

৬। প্রকল্পের অবস্থান: তেরখাদিয়া, রাজশাহী।

৭। প্রকল্প পরিচালক: ফরিদ আহাম্মদ, যুগ্মমহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। ইমেইল: nohstri@gmail.com

৮। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান: সেনা কল্যাণ সংস্থা, এসকেএস টাওয়ার, ৭, ভিআইপি রোড, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬। পিএবিক্স-৮৮-০২-৯৮৯০৮১৯, ইমেইল: info@senakalyan.com । এস কে এস-এর পক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা: কর্নেল মোঃ আরেফিন তালুকদার, প্রকল্প পরিচালক, আর এন্ড আইসিটি, ডিপিএম সেল, মহাখালি, ঢাকা। মোবাইল: ০১৭৬৯০৫৬৩৮০ মেইল: dgrict@senakalyan.com

৯। জমি অধিগ্রহণ: নেই ।

১০। প্রকল্পের যানবাহন: প্রকল্পে ১৩টি গাড়ীর ক্রয়ের সংস্থান রাখা আছে। ইতোমধ্যে একটি জীপ গাড়ী ক্রয় করা হয়েছে।

১১। প্রকল্পের জনবল: প্রেষণে / অতিরিক্ত দায়িত্বে ডাইফ থেকে ৬জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীর পদায়নের সুযোগ আছে কিন্তু মাত্র ২জন কাজ করছেন।

১২। প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

শিল্প কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত দুর্ঘটনা ও রোগ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করা। এছাড়া পেশাগত দুর্ঘটনা ও রোগ নিয়ন্ত্রণে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে শ্রমিকদের সচেতন করা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মালিক শ্রমিক সকলকে পেশাগত দুর্ঘটনা ও রোগ সম্পর্কে সচেতন করার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা।

১৩। ভবন নির্মাণ বিষয়ক:

'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের নির্মাণ কাজের জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠার পরিদর্শন অধিদপ্তরের সাথে বাংলাদেশ সেনা কল্যাণ সংস্থার সহিত ডিপিএম পদ্ধতিতে ভবনের পূর্ত কাজ, স্যানিটারি, আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ ইত্যাদি কাজের চুক্তি হয়। গত ০৬/২/২০১৯ তারিখে সেনা কল্যাণ সংস্থা রাজশাহীর তেরখাদিয়াতে নির্মাণ কাজ শুরু করে। একাডেমিক ভবন বাদে প্রকল্পে মহিলা হোস্টেল, পুরুষ হোস্টেল , টিচার্স কোয়ার্টার, ফ্যাকাল্টি কোয়ার্টার, ব্যাচলর কোয়ার্টার, ৩য়/৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের কোয়ার্টার, ডাইরেক্টর বাংলো, প্রিন্সিপাল বাংলো ইত্যাদি ভবনসমূহের ভবনের ফিনিশিং কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

খ) আর্থিক বিষয়ক:

১৪। ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে ৫৩৬৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। তবে এই অর্থবছরে ১৪৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয় যা বরাদ্দের ২৯%।

ছক-১: বছরভিত্তিক বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণ (হিসাব লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	বরাদ্দ	সংশোধিত বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতির হার
২০২০-২১	২১৯৬	১৫০১	১৪০৮	৯৩%
২০১৯-২০	২৫০০	২৫০০	২২০৬	৮৮%
২০১৮-১৯	২৫০০	২৫০০	২১৬৯	৮৬%

নির্বাচিত রেডিমেড গার্মেন্টস, প্লাস্টিক ও কেমিক্যাল কারখানার কাঠামো, অগ্নি ও বিদ্যুৎ ঝুঁকি নিরূপণ

নির্বাচিত রেডিমেড গার্মেন্টস, প্লাস্টিক ও কেমিক্যাল কারখানার কাঠামো, অগ্নি ও বিদ্যুৎ ঝুঁকি নিরূপণ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৭১২.৫৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ১৪৭টি কেমিক্যাল, ২৯৮টি প্লাস্টিক এবং ২৪০ টি আরএমজিসহ মোট ৬৮৫ টি কারখানার বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড (BNBC) ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত অন্যান্য কোডের বিধি অনুসারে বিশদ চেকলিস্ট এর মাধ্যমে কাঠামো, অগ্নি, বিদ্যুৎ ও কেমিক্যাল নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিস্তারিত অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পটির আর্থিক অগ্রগতি ৫৭% ও ভৌত অগ্রগতি ১০০% অর্জিত হয়েছে। শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও দুর্ঘটনা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট অনুযায়ী কারখানার সংস্কারকাজ করার নিমিত্তে সকল কারখানা কর্তৃপক্ষকে পত্র প্রদান করা হয়েছে এবং উদ্বুদ্ধকরণের জন্য বিভিন্ন জেলায় সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আউটপুটকে টেকসই করার নিমিত্তে নতুন একটি প্রকল্প ইতোমধ্যে প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়
১	বাংলাদেশ লেবার ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (LIMS) চালুকরণ প্রকল্প। প্রকল্পের মেয়াদকাল: মে ২০২২ হতে এপ্রিল ২০২৫ পর্যন্ত।	সম্ভাব্য প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩৩৬৭.৫৭ লক্ষ টাকা (জিওবি)। (বি.দ্র.: ইতোমধ্যে অনুমোদিত প্রকল্প হিসেবে কর্যক্রম শুরু হয়েছে)
২	"Risk assessment, consultancy Service and remediation supervision for accident mitigation to the selected factories" (দুর্ঘটনা হ্রাসকরণে নির্বাচিত কারখানার ঝুঁকি নিরূপণ, পরামর্শক সেবা প্রদান ও সংস্কার তদারকি)। প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত	সম্ভাব্য প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৬৮০.৬১ লক্ষ টাকা (জিওবি)। (বি.দ্র.: প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প ও শক্তি বিভাগে অনুমোদনের জন্য রয়েছে)
৩	Feasibility study on the proposed project for elimination and rehabilitation of child labour প্রকল্পের মেয়াদকাল : অক্টোবর ২০২২ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত	সম্ভাব্য প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩৩০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)। (বি.দ্র.: প্রকল্পের ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে)

রিমিডিয়েশন কোঅরডিনেশন সেল (আরসিসি)-এর কার্যক্রম

পটভূমি

২০১৩ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে রানা প্লাজা ধসের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সকল রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্প কারখানার কাঠামোগত, অগ্নি ও বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের বিষয়টি অগ্রাধিকার পায়। অ্যাকর্ড অন ফায়ার এন্ড বিল্ডিং সেফটি বাংলাদেশ (ACCCORD), অ্যালায়েন্স ফর বাংলাদেশ ওয়ার্কার সেফটি (ALLIANCE) নামক দুটি ক্রেতা জোট তাদের সদস্য প্রতিষ্ঠান দেশগুলোতে তৈরি পোশাক সরবরাহকারী কারখানাগুলোকে মূল্যায়ন করে। অবশিষ্ট কারখানাগুলো মূল্যায়ন করা হয় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) কর্তৃক সমর্থিত জাতীয় উদ্যোগ (ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভ) এর মাধ্যমে, যার অর্থায়ন করেছে কানাডা, নেদারল্যান্ডস ও যুক্তরাজ্য সরকার। ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু হওয়া প্রাথমিক মূল্যায়নের সমাপ্তি ঘটে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে। উক্ত সময়ে অ্যাকর্ড, অ্যালায়েন্স ও জাতীয় উদ্যোগ ৩৭৮০ টি কারখানার প্রাথমিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করে এর মধ্যে অ্যাকর্ড ১৫০৫টি, অ্যালায়েন্স ৮৯০টি (অ্যাকর্ড-অ্যালায়েন্স যৌথভাবে ১৬৪টি) এবং জাতীয় উদ্যোগে ১৫৪৯টি কারখানার প্রাথমিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করে।

২০১৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রাথমিক মূল্যায়ন সম্পন্ন হওয়ার পর কারখানাগুলোর সংস্কার কাজ বাস্তবায়নের ওপর বাংলাদেশ সরকার গুরুত্ব আরোপ করে। মূল্যায়ন প্রতিবেদনগুলোতে উল্লিখিত সুপারিশ এবং সংশোধনমূলক কর্মপরিকল্পনা (ক্যাপ) অনুযায়ী কারখানার মালিকদের সংস্কার কাজ সম্পন্ন করার জন্য সুপারিশ করা হয়। জাতীয় উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত কারখানাসমূহের সংস্কার কাজ পর্যবেক্ষণের জন্য ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে রিমিডিয়েশন কোঅরডিনেশন সেল (আরসিসি) নামক একটি সংস্কার-কাজ সমন্বয় কেন্দ্র গঠন করা হয়।

আরসিসিতে ন্যস্ত কারখানা

জাতীয় উদ্যোগের আওতায় আরসিসিতে ন্যস্ত কারখানার সংখ্যা ১৫৪৯ টি এবং কারখানাসমূহ এর জেলা পর্যায়ে বিভাজন নিম্নরূপ ঢাকা জেলাতে ৬৪৮টি, নারায়ণগঞ্জ জেলাতে ২৯৯টি, গাজীপুরের ৩৭২টি, চট্টগ্রাম ১৯৩ টি এবং অন্যান্য জেলাতে ৩৭ টি কারখানা অবস্থিত।

জেলা	মোট কারখানা	বন্ধ	ইপিজেড	অন্যত্র স্থানান্তরিত	অ্যাকর্ড/অ্যালায়েন্স অন্তর্ভুক্ত	সংস্কার কার্যক্রম ফলোআপ করা হচ্ছে
ঢাকা	৬৪৮	৩৫০	০	৪৫	১	২৫২
গাজীপুর	৩৭২	১৫৬	০	২২	৫	১৮৯
নারায়ণগঞ্জ	২৯৯	১৪০	২	৩৬	১	১২০
চট্টগ্রাম	১৯৩	৮৮	৯	৬	০	৯০
অন্যান্য	৩৭	১৩	১	২	৬	১৫
মোট	১৫৪৯	৭৪৭	১২	১১১	১৩	৬৬৬

জাতীয় উদ্যোগের আওতাধীন কারখানাসমূহের বর্তমান অবস্থা

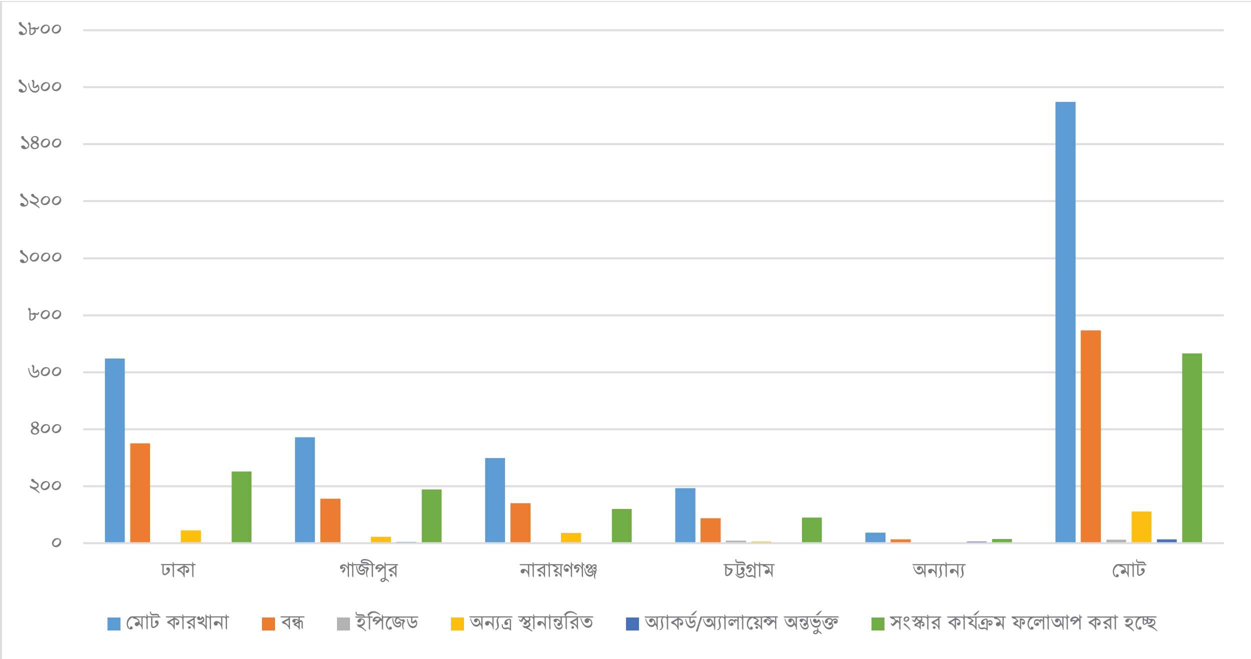

আরসিসি'র অগ্রগতি

কারখানা পরিদর্শন

২০১৫ সালের প্রাথমিক মূল্যায়নের পর জুলাই-২০১৮ পর্যন্ত ডাইফের শ্রম পরিদর্শক কর্তৃক জাতীয় উদ্যোগের আওতাধীন কারখানাসমূহ ১৪০০০ বার পরিদর্শন করা হয়েছে। পরবর্তীতে আরসিসি'র প্রকৌশলীদের দ্বারা অত্যন্ত কম সময় ও দক্ষতার সাথে জুলাই, ২০১৮ থেকে জুন, ২০২২ পর্যন্ত জাতীয় উদ্যোগের কারখানাসমূহের মধ্যে ১৪৬৫টি কারখানা মোট ৮৩৮১ বার পরিদর্শন করা হয়েছে। এছাড়াও, আরসিসিতে নিয়োজিত প্রকৌশলী কর্তৃক অ্যাকর্ডের হস্তান্তরিত ১৮৯টি ও অ্যালায়েন্স এর মধ্যে ১৫২টি কারখানা পরিদর্শন করা হয়েছে।

ক্যাপ ফলোআপ অগ্রগতি

আরসিসি কার্যক্রম গ্রহণের পর জুন, ২০২২ পর্যন্ত কারখানার ভবনের কাঠামোগত ক্যাপ ২,৫৯০টির মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে ৬৮%, বৈদ্যুতিক ক্যাপ ১৪,৯০৫টির মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে ৪৮% এবং অগ্নি নিরাপত্তা সংক্রান্ত ক্যাপ ১৩,৯৮১ টির মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে ৪৭%।

ড্রয়িং ডিজাইন অগ্রগতি

সংস্কারকাজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কারখানার মোট ১১৯৮টি ড্রয়িং-ডিজাইন সংগ্রহ/ জমা প্রদান করা হয়েছে।

স্ট্রাকচারাল টাস্কফোর্স

কাঠামোগত সংস্কারকাজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কারখানাসমূহের ৩৪৬টি ডিইএ/ড্রয়িং ও ডিজাইন অনুমোদনের জন্য জমা পড়েছে, যার মধ্যে ৬১টি কারখানার ডিইএ/ড্রয়িং ও ডিজাইন টাস্কফোর্স কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ২৭৯টি কারখানার ডিইএ/ড্রইং ও ডিজাইন সংশোধনের জন্য কারখানা কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

ইলেকট্রিক্যাল টাস্কফোর্স

সংস্কার কাজ করার লক্ষ্যে কারখানাসমূহের ৪২৪টি ইলেকট্রিক্যাল ড্রয়িং/ডিজাইন অনুমোদনের জন্য জমা পড়েছে, যার মধ্যে ১৪৯টি কারখানার ইলেকট্রিক্যাল ড্রয়িং/ডিজাইন টাস্কফোর্স কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ২৭৫টি কারখানার ইলেকট্রিক্যাল ড্রয়িং/ডিজাইন সংশোধনের জন্য কারখানা কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

ফায়ার টাস্কফোর্স

সংস্কারকাজ করার লক্ষ্যে কারখানাসমূহের ৪২৮টি ফায়ার ড্রয়িং/ডিজাইন অনুমোদনের জন্য জমা পড়েছে, যার মধ্যে ৭৩টি কারখানার ফায়ার ড্রয়িং/ডিজাইন টাস্কফোর্স কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ২৭৫টি কারখানার ফায়ার ড্রয়িং/ডিজাইন সংশোধনের জন্য কারখানা কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

সার্বিক অগ্রগতি

জুন, ২০২২ পর্যন্ত ৬৬৬টি চালু কারখানার মধ্যে সংস্কারকাজের ৫০% বা এর চেয়ে কম অগ্রগতি হয়েছে ৩৬১টি কারখানার, ৫০%-৭০% অগ্রগতির মধ্যে রয়েছে ৯৬টি কারখানা এবং ২০৯টি কারখানার ৭০%-এর বেশি অগ্রগতি সম্পন্ন হয়েছে। আরসিসি প্রকৌশলীদের নিয়মিত পরিদর্শন এবং ডাইফের নিবিড় তদারকির ফলশ্রুতিতে সংস্কারকাজে অগ্রগতি দেখাতে ব্যর্থ হওয়ায় ৭৪৭টি কারখানা কার্যক্রম বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে এবং ১১১টি কারখানা অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়েছে। বর্তমানে জাতীয় উদ্যোগের কারখানাসমূহের সংস্কার কাজের সার্বিক অগ্রগতি (জুন, ২০২২ পর্যন্ত) প্রায় ৫৫%।

এছাড়াও, জাতীয় উদ্যোগের-এর আওতায় এ পর্যন্ত ২১৫টি কারখানার Utilisation Declaration (UD) বন্ধের জন্য বিজিএমইএ/বিকেএমইএকে অনুরোধ করা হয়েছে, যার মধ্যে ৫১টি কারখানার UD বন্ধ ঘোষণা করেছে বিজিএমইএ। পরবর্তীতে ইউডি বন্ধের জন্য আরসিসি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ১৮১টি কারখানার তালিকা ডাইফের মাধ্যমে বিজিএমইএ-কে সরবরাহ করা হয়, তন্মধ্যে ৮৪টি কারখানার UD বন্ধ ঘোষণা করেছে বিজিএমইএ।

জার্মান উন্নয়ন সংস্থা (জিআইজেড)-এর সহযোগিতায় চলমান প্রকল্পসমূহ

প্রকল্প ১:

১। প্রকল্পের শিরোনাম: তৈরি পোশাক ও চামড়া শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা (Social Protection for Workers in the Textile and Leather Sector)

২। প্রকল্পের মেয়াদকাল: জানুয়ারি, ২০২২ হতে ডিসেম্বর, ২০২৫

৩। প্রকল্পের অর্থের উৎস ও পরিমাণ: জার্মান সরকার, আনুমানিক ৭০১৯.৬ লক্ষ টাকা (€ ৭ মিলিয়ন)

৪। প্রকল্পের এলাকা/আওতা: টেক্সটাইল ও চামড়া শিল্প

৫। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান: কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং জিআইজেড

৬। প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- ইআইএস পাইলটের সফল বাস্তবায়নে অবদানের পাশাপাশি তৈরি পোশাক শিল্পে শ্রমিকদের জন্য মালিকপক্ষের-অর্থায়নে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার একটি স্থায়ী ক্ষতিপূরণ স্কিম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি ত্রিপাক্ষিক লিখিত সমঝোতায় পৌঁছানো।
- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে একটি ডিজিটাল শ্রমিক ডাটাবেজ (শ্রমিকদের তথ্যশালা) তৈরি করা যা সামাজিক বীমা ব্যবস্থায় শ্রমিকদের নিবন্ধনের জন্য ব্যবহৃত হবে।
- সামাজিক বীমা স্কিম বাস্তবায়নের জন্য ৪টি গবেষণা পরিচালনা করা।

৭। ৩০ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কাজের অগ্রগতি:

- কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ স্কিম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি ত্রিপাক্ষিক লিখিত সমঝোতা স্বাক্ষরিত হয়েছে।

প্রকল্প ২ :

১। প্রকল্পের শিরোনাম: Good Working Conditions in Tanneries.

২। প্রকল্পের মেয়াদকাল: মার্চ, ২০২২ হতে ফেব্রুয়ারী, ২০২৫।

৩। প্রকল্পের অর্থের উৎস ও পরিমাণ: জার্মান সরকার, আনুমানিক € ৪ মিলিয়ন।

৪। প্রকল্পের এলাকা/আওতা: ট্যানারি শিল্প।

৫। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান: কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং জিআইজেড।

৬। প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- ট্যানারি সেক্টরে পেশাগত সেফটি এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক পরিদর্শনে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান।

৭। ৩০ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কাজের অগ্রগতি:

- প্রকল্পের টিএপিপি প্রণয়ন এবং অনুমোদনের কাজ চলমান রয়েছে।

প্রকল্প ৩ :

১। প্রকল্পের শিরোনাম: Programme for Sustainability in the Textile and Leather Sector.

২। প্রকল্পের মেয়াদকাল: জানুয়ারি, ২০২২ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩।

৩। প্রকল্পের অর্থের উৎস ও পরিমাণ: জার্মান সরকার, আনুমানিক ৮১৪৪.২৭ লক্ষ টাকা।

৪। প্রকল্পের এলাকা/আওতা: টেক্সটাইল এবং লেদার সেক্টর।

৫। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান: বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শ্রম মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর এবং জিআইজেড।

৬। প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- টেক্সটাইল এবং লেদার সেক্টরে সামাজিক এবং পরিবেশগত কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করতে সহযোগিতা করা।

৭। ৩০ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কাজের অগ্রগতি:

- প্ল্যানিং কমিশনে প্রকল্পের টিএপিপি অনুমোদনের আজ চলমান রয়েছে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এর সহযোগিতায় সম্পাদিত কার্যক্রম

- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের Industrial Safety Unit (ISU) কে ৬ জন প্রকৌশলীসহ মোট ১০ জন জনবলের মাধ্যমে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান।
- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের রোডম্যাপ রিভিউ বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন এবং ILO Roadmap এবং EU Action Plan for Bangladesh Labour Sector এর সাথে সমন্বয়করণ।
- লিমা রিভিউ ওয়ার্কশপ আয়োজন ও RTM কে Functional করার জন্য কারিগরি পরামর্শ প্রদান।
- বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বিধি রিভিউ বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন এবং সুপারিশমালা প্রনয়ন।
- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মরত ৬০ জন কর্মকর্তার ৬০ দিনের (দুই মাস) বুনিয়াদি ০২ (দুই) টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- OSH policy রিভিউ বিষয়ক সভা আয়োজন এবং OSH policy রিভিউ।
- ডাইফ এর ২৪ জন প্রকৌশলীকে ৬ মাস মেয়াদি বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- RCC Operations বিষয়ক সকল কার্যক্রম Industrial Safety Unit (ISU) এর নিকট হস্তান্তর করা এবং এ সংক্রান্ত বিভিন্ন সভা ও কর্মশালা আয়োজন (RTM, Donors meeting and stakeholders meeting, Interdepartmental & Coordination meeting with representative of ILO, BV, DIFE etc)
- আরসিসি'র কাজ ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে মালিক প্রতিনিধিবৃন্দের সঙ্গে নিয়মিত সভা আয়োজন।
- স্ট্র্যাকচারাল, ফায়ার ও ইলেক্ট্রিক্যাল টাস্কফোর্সকে লজিস্টিকস এবং টেকনিক্যাল সাপোর্ট প্রদান।
- জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২২ উদযাপনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান।
- Labour Inspection Report (FY-২০১৪-২০১৮, FY-২০১৮-২০১৯, FY-২০১৯-২০২০, FY-২০২০-২০২১) এর খসড়া প্রণয়ন, চূড়ান্তকরণ ও অনুমোদন এবং ওয়েবসাইটে আপলোডিং, মুদ্রণ ও সংশ্লিষ্টদের বিতরণ।
- কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে সেইফটি কমিটি বিষয়ক পরিদর্শন চেকলিস্ট-এর খসড়া প্রণয়ন, চূড়ান্তকরণ ও অনুমোদন।
- Occupational Disease বিষয়ক SoP -এর খসড়া প্রণয়ন, চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে রিভিউ কর্মশালা আয়োজন।
- আন্তর্জাতিক শিশু শ্রম প্রতিরোধ দিবস ২০২২ উদযাপনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান।
- OSH Expert Database প্রস্তুতে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান।
- ILO Convention এর বিভিন্ন রিপোর্ট প্রস্তুতকরণে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান।
- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের বৈদেশিক Strategic Workshop ও Seminar এ অংশগ্রহণে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান।
- National OSH Council এর সদস্যদের orientation এবং OSH Council এর সভা আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান।
- EU Action Plan for Bangladesh labour Sector এর ৮.২.১ অনুযায়ী Quality Assessment Mechanism for RCC প্রস্তুতকরণ।
- জেন্ডার রোডম্যাপ বাস্তবায়নে সভা আয়োজন, জেন্ডার রোডম্যাপ প্রণয়ন, চূড়ান্তকরণ, অনুমোদন মুদ্রণ ও সংশ্লিষ্টদের বিতরণ। জেন্ডার রোডম্যাপ বাস্তবায়নে নিমিত্তে জেন্ডার বিষয়ক ToT এবং ToT refresher প্রদান।
- OSH Profile-এর খসড়া প্রণয়ন, চূড়ান্তকরণ ও অনুমোদন এবং ওয়েবসাইটে আপলোডিং, মুদ্রণ ও সংশ্লিষ্টদের বিতরণ।

ডেনমার্কের সহযোগিতায় Strategic Sector Cooperation (SSC) Project

বাংলাদেশ ও ডেনমার্কের মধ্যে "Improving the Health and Safety of Workers in Bangladesh through the Strengthening of Labour Authorities"-শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরে নিম্নোক্ত কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে:

১. ডেনমার্কের Aalborg University, Esbjerg Campus-এ Risk and Safety Management বিষয়ে দুই (০২) বছরের মাস্টার্স সম্পন্ন করার জন্য পাঁচ (০৫) জন কর্মকর্তাকে ফেলোশিপ প্রদান করা হয়েছে। তারা সেপ্টেম্বর, ২০২১ এ শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেছেন।

২. জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের জন্য সেক্টরভিত্তিক কোর্স কারিকুলাম প্রণয়নের জন্য কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং পাঁচ (০৫) টি সেক্টরে সফলভাবে কার্যক্রম চলছে, যথা:

ক. ইস্পাত রিরোলিং শিল্প

খ. খাদ্য শিল্প

গ. চামড়া ও পাদুকা শিল্প

ঘ. ট্যানারি শিল্প

ঙ. রাসায়নিক ও প্লাস্টিক শিল্প

৩. শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শকসহ প্রতিনিধি দল ডেনমার্কে একটি উচ্চ পর্যায়ের সফর করেছেন। সফরে ডেনিশ ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্ট অথরিটি, ডেনিশ হেল্পলাইন এবং ডেনিশ ওয়ার্কার এডুকেশন নিয়ে তারা জ্ঞান অর্জন করেন। তাদের সফরের অংশ হিসেবে, ডেনমার্কের কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে একটি স্টিয়ারিং কমিটির বৈঠক হয়েছে যেখানে বাংলাদেশ ও ডেনমার্কের মধ্যে সহযোগিতার তৃতীয় ধাপের কার্যক্রম শুরুর লক্ষ্যে ডেনমার্ক সরকার সম্মত হয়েছে।

৪. বাংলাদেশ ও ডেনমার্কের মধ্যে চলমান কার্যক্রম নিয়ে নিয়মিত নিউজ লেটার প্রকাশ করা হচ্ছে।

তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং আপীল কর্তৃপক্ষ

(জুন ২০২২ পর্যন্ত হালনাগাদকৃত)

প্রধান কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

কর্মকর্তার পদবি ও কর্মস্থল	দায়িত্ব	টেলিফোন	E-mail id
অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ১৯৬, শহিদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০	তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়	০২-৮৩৯১৭৩২	addig@dife.gov.bd
তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ১৯৬, শহিদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০	বিকল্প তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়	০২-৮৩৯১৬৭৫	pro@dife.gov.bd

উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহের তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণ

আঞ্চলিক কার্যালয়	তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণ	ই-মেইল	কার্যালয়ের ঠিকানা
ঢাকা	উপমহাপরিদর্শক, ঢাকা কার্যালয়	dig.dhaka@dife.gov.bd, digfe.dhaka@gmail.com,	পুরাতন শ্রম ভবন, ৪, রাজউক এভিনিউ, (২য়, ৮ম ও ৯ম তলা), দৈনিক বাংলা মোড়, ঢাকা-১০০০।
নারায়ণগঞ্জ	উপমহাপরিদর্শক, নারায়ণগঞ্জ কার্যালয়	dig.narayanganj@dife.gov.bd, dig.narayanganj@gmail.com,	বাগে জান্নাত মসজিদ গলি, ১৪২ নবাব সলিমুল্লাহ রোড, চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ।
গাজীপুর	উপমহাপরিদর্শক, গাজীপুর কার্যালয়	dig.gazipur@dife.gov.bd, dig.gazipur@gmail.com,	আইআরআই রোড, টঙ্গী, গাজীপুর।
চট্টগ্রাম	উপমহাপরিদর্শক, চট্টগ্রাম কার্যালয়	dig.chattogram@dife.gov.bd, digctg@gmail.com,	জাম্বুরী মাঠ, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম-৪১০০।
নরসিংদী	উপমহাপরিদর্শক, নরসিংদী	dig.narsingdi@dife.gov.bd, narsingdidife@gmail.com,	২৬/২ তরোয়া, জেলখানা মোড়, নরসিংদী।
মুন্সীগঞ্জ	উপমহাপরিদর্শক, মুন্সীগঞ্জ কার্যালয়	dig.munshiganj@dife.gov.bd, dig.munshigonj@gmail.com,	ভূঁইয়া ম্যানশন ২য় তলা, সদর হাসপাতাল রোড, পঞ্চসার, মুন্সিগঞ্জ সদর, মুন্সিগঞ্জ।
টাঙ্গাইল	উপমহাপরিদর্শক, টাঙ্গাইল	dig.tangail@dife.gov.bd, digfe.tangail@gmail.com,	প্রান্ত প্রভা (৩য় তলা), আট পুকুরপাড় (বিশ্বাস বেতকা), ঢাকা রোড, টাংগাইল।
কিশোরগঞ্জ	উপমহাপরিদর্শক, কিশোরগঞ্জ কার্যালয়	dig.kishoreganj@dife.gov.bd, digkishoregonj@gmail.com,	৩৪২/১, সাগর ভিলা, পশ্চিম হারুয়া (কশাই খানা), কিশোরগঞ্জ।
মৌলভীবাজার	উপমহাপরিদর্শক, মৌলভীবাজার	dig.maulovibazar@dife.gov.bd, dig.moulvibazar@gmail.com,	ভানুগাছ রোড (১০ নং গোলচত্বর সংলগ্ন), শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।
ফরিদপুর	উপমহাপরিদর্শক, ফরিদপুর কার্যালয়	dig.faridpur@dife.gov.bd, digfaridpur2017@gmail.com,	পশ্চিম গোয়ালচামট, ২ নং সড়ক, ফরিদপুর
কুমিল্লা	উপমহাপরিদর্শক, কুমিল্লা	dig.cumilla@dife.gov.bd, digcomilla.dife@gmail.com,	যাদুঘর রোড, কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজের প্রথম গেইট সংলগ্ন, কোটবাড়ী, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।
সিলেট	উপমহাপরিদর্শক, সিলেট কার্যালয়	dig.sylhet@dife.gov.bd, dig.sylhet.bd@gmail.com,	বাড়ি নং-১৬, রোড নং-২২, ব্লক-ডি, শাহজালাল উপশহর, সিলেট-৩১০০.
ময়মনসিংহ	উপমহাপরিদর্শক, ময়মনসিংহ কার্যালয়	dig.mymensingh@dife.gov.bd, dig.mymensingh1@gmail.com,	ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক, মাসকান্দা, সদর, ময়মনসিংহ।
রংপুর	উপমহাপরিদর্শক, রংপুর কার্যালয়	dig.rangpur@dife.gov.bd, dife.rangpur@gmail.com,	আর কে রোড, গণেশপুর, রংপুর
দিনাজপুর	উপমহাপরিদর্শক, দিনাজপুর কার্যালয়	dig.dinajpur@dife.gov.bd, dig.dinajpur.dife@gmail.com,	বালুয়া ডাঙ্গার মোড়, পাহাড়পুর, দিনাজপুর।
রাজশাহী	উপমহাপরিদর্শক, রাজশাহী কার্যালয়	dig.rajshahi@dife.gov.bd, dig.mole.rajshahi@gmail.com,	রায়পাড়া (নওদাপাড়া), সপুরা, শাহমখদুম, রাজশাহী।

পাবনা	উপমহাপরিদর্শক, পাবনা কার্যালয়	dig.pabna@dife.gov.bd, digpabna@gmail.com,	এ/১১৪, ব্লক-বি, লাইব্রেরি বাজার, ডিসি রোড, পাবনা।
বগুড়া	উপমহাপরিদর্শক, বগুড়া কার্যালয়	dig.bogura@dife.gov.bd, digbogra@gmail.com,	বাড়ী নং-জি-১২৫, রহমান নগর, বগুড়া-৫৮০০।
সিরাজগঞ্জ	উপমহাপরিদর্শক, সিরাজগঞ্জ কার্যালয়	dig.sirajganj@dife.gov.bd, digsirajgonj@gmail.com,	চড় রায়পুর, পূর্বপাড়া, রামগাতি, সিরাজগঞ্জ।
কুষ্টিয়া	উপমহাপরিদর্শক, কুষ্টিয়া কার্যালয়	dig.kushtia@dife.gov.bd, digkushtia@gmail.com,	৪০/১, মাহতাব উদ্দিন রোড, কাটাইখানা মোড়, কুষ্টিয়া
যশোর	উপমহাপরিদর্শক, যশোর কার্যালয়	dig.jessore@dife.gov.bd, dig.jessore@gmail.com,	প্লট-০১, সেক্টর-১০, যশোর হাউজিং স্টেট, শেখহাটি বাবলাতলা, ঢাকা রোড, যশোর-৭৪০০।
খুলনা	উপমহাপরিদর্শক, খুলনা কার্যালয়	dig.khulna@dife.gov.bd, dig.dife.khulna@gmail.com,	শ্রম ভবন (৩য় তলা), বয়রা, খুলনা-৯০০০।
বরিশাল	উপমহাপরিদর্শক, বরিশাল কার্যালয়	dig.barishal@dife.gov.bd, dife.barisal.dig@gmail.com,	সোনালী আইসক্রিম মোড়, আমানতগঞ্জ, বরিশাল।

প্রধান কার্যালয় এবং উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহের আপীল কর্মকর্তা

কর্মকর্তার পদবি ও কর্মস্থল	দায়িত্ব	টেলিফোন	E-mail id
মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ১৯৬, শহিদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০	আপীল কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় এবং উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহ	০২-৮৩৯১৩৪৮	ig@dife.gov.bd

উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

অভিযোগ নিষ্পত্তির মাধ্যমে শ্রমিককে সাত লক্ষ টাকা পরিশোধ

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মধ্যস্থতায় শ্রম অভিযোগ নিষ্পত্তির মাধ্যমে শ্রমিককে চূড়ান্ত পাওনা বাবদ মালিক পক্ষ থেকে সাত লক্ষ টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা করা হয়েছে। উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, ময়মনসিংহ মালিক ও শ্রমিকপক্ষের সঙ্গে এই মধ্যস্থতা করে।

অভিযোগ নিষ্পত্তির মাধ্যমে শ্রমিককে সাত লক্ষ টাকা পরিশোধ। উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, ময়মনসিংহ

ভালুকার আমতলী, হবিরবাড়ি এলাকাস্থ কটন গ্রুপের কর্মচারী আমিরুল ইসলাম তার চাকরিচ্যুতির বিষয়ে অধিদপ্তরের ময়মনসিংহ কার্যালয়ে লিখিত অভিযোগ করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে, উপমহাপরিদর্শক এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়ের উপস্থিতিতে ০৮ এবং ২২ আগস্ট ২০২১ তারিখে অভিযোগ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দু'টি আপস মিমাংসা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে অভিযোগকারী ও কারখানা কর্তৃপক্ষ সর্বসম্মত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে অসমর্থ হন। পরবর্তীতে আপস মিমাংসা বৈঠকের মধ্যস্থতাকারী শ্রম পরিদর্শক মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ১২৪ক ধারার উপধারা (৫) এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এর বিধি ১১৩ এর উপবিধি (৫) মোতাবেক অভিযোগপত্রের বক্তব্য, আপস মিমাংসা বৈঠকে উত্থাপিত সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়ের বক্তব্য ও দলিলাদি পর্যবেক্ষণান্তে সিদ্ধান্ত প্রদান করলে পরিদর্শকের সিদ্ধান্তের বিষয়ে কারখানার মালিক পক্ষ ও অভিযোগকারী নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে অভিযোগকারীকে সাত লক্ষ টাকা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তির বিষয়ে সম্মত হয়। সে মোতাবেক কারখানা প্রতিনিধি অভিযোগকারীকে পে-অর্ডারের মাধ্যমে পাওনা প্রদান করেন। পাওনা গ্রহণ করে অভিযোগকারী তার অভিযোগ প্রত্যাহার করেন।

আপস-মীমাংসার মাধ্যমে শ্রমিকের আইনানুগ পাওনাদি প্রদান

মোঃ শফিকুল ইসলাম জীবন, দিপংকর সাহা, আব্দুল হালিম গাজী, মোঃ শফিকুল ইসলাম নামে ৪ (চার) জন শ্রমিক কাজ করেন এ. এ. ফুড এন্ড প্রডাক্টস, ৯৩, লিচুবাগান নামে একটি খাদ্য প্রস্তুত ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানে। চারজনেরই চাকরির বয়স মাত্র ৫ মাস। মালিক কর্তৃপক্ষ তাদের কর্মদক্ষতার ঘাটতির অজুহাতে তাদেরকে বেতন দিতে টালবাহানা করে। ইতোমধ্যে ভুক্তভোগী চারজন শ্রমিক জানতে পারেন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর শ্রমিকের আইনগত পাওনা আদায়ে সহযোগিতা করে। শ্রমিকগণ উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, যশোরে একটি অভিযোগ দাখিল করেন। উপমহাপরিদর্শক সংশ্লিষ্ট এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিদর্শকদের অভিযোগ তদন্ত ও নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দেন। অভিযোগটি তদন্ত করেন সংশ্লিষ্ট পরিদর্শকগণ। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর

ধারা-১২৪ক মোতাবেক পরিদর্শকদ্বয় ০৭-০৩-২০২২ তারিখ পত্র মারফত মালিক পক্ষ ও শ্রমিক পক্ষকে ১৩-০৩-২০২২ তারিখ আপস-মীমাংসা বৈঠকের আহ্বান করেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে মালিকপক্ষ ও শ্রমিক পক্ষ ১৩-০৩-২০২২ তারিখে উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে উপস্থিত হন। যথাক্রমে শ্রমিকপক্ষের ও মালিকপক্ষের বক্তব্য শুনানি করা হয়। উভয় পক্ষের সাথে আলোচনাপূর্বক সমঝোতার মাধ্যমে অভিযোগকারী চারজন শ্রমিককে আইনানুগ পাওনাদি হিসেবে মোট ৭৬০০০/- (ছিয়াত্তর হাজার) টাকা প্রদান করতে মালিক পক্ষ সম্মত হয়। অভিযোগকারী চার শ্রমিক খুশি মনে অত্র কার্যালয় ত্যাগ করেন।

আপস-মীমাংসার মাধ্যমে শ্রমিকের আইনানুগ পাওনাদি প্রদান। উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, যশোর

রাজশাহীতে কর্মকালীন দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ প্রদান

গত ০২ এপ্রিল ২০২১ তারিখে আর. এস. অয়েল মিল, আতাহার, নয়াগোলাহাট, সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ কারখানায় লাইন শ্যাফ্ট মোটরের বেল্ট উঠানোর সময় শ্রমিক মোঃ রবিউল ইসলাম এর প্যান্ট বেল্টের সাথে পেঁচিয়ে যায় এবং তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, রাজশাহী কর্তৃক রুটিন পরিদর্শনে এই দুর্ঘটনার তথ্য পাওয়া যায়। এর প্রেক্ষিতে ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে সরেজমিন পরিদর্শন করে দুর্ঘটনার তদন্ত করা হয় এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য কারখানা কর্তৃপক্ষ বরাবর নোটিশ প্রেরণ করা হয়। ২৪ অক্টোবর ২০২১ তারিখে কর্তৃপক্ষ দুর্ঘটনায় আহত শ্রমিককে ৩,৩৫,০০০ (তিন লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার) টাকা প্রদান করেন।

কোল্ড স্টোরেজ মালিকদেরকে নিয়ে মতবিনিময় সভা

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, যশোরের উপমহাপরিদর্শকের সভাপতিত্বে কোল্ড স্টোরেজের মালিকদের নিয়ে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন নং ১৭৬১/২০১৭ এর ৫ মার্চ ২০১৮ তারিখের রায় বাস্তবায়নের জন্য একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত রায়ে উল্লেখ করা হয়ে যে, বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা-৭৪ অনুযায়ী কোন প্রতিষ্ঠানে কোন শ্রমিককে তার ক্ষতি হতে পারে এমন ভারী জিনিস উত্তোলন, বহন অথবা নাড়াচাড়া করতে দেওয়া যাবেনা। বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এর বিধি-৬৩ অনুযায়ী কোন প্রতিষ্ঠানের কোন পুরুষ ও মহিলাকে যথাক্রমে ৫০ কেজি ও ৩০ কেজি ওজনের অতিরিক্ত ওজনবিশিষ্ট কোন বস্তা উত্তোলন বা বহন করতে দেওয়া যাবে না।

কোল্ড স্টোরেজ মালিকগণের সাথে মতবিনিময় সভা। উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, যশোর

যশোর কার্যালয়ের আওতাধীন যশোর, মাগুরা, নড়াইল ও ঝিনাইদহ জেলার ১২টি কোল্ড স্টোরেজ এর মালিকগণ ও শ্রমিক প্রতিনিধিগণ বলেন যে, ইতোমধ্যে তারা শ্রম আইনের নির্দেশনা মোতাবেক অতিরিক্ত ওজনের বস্তা বহন নিষিদ্ধ করেছেন। উক্ত সভায় ব্যবসায়ী সমিতি, যারা আলু রাখেন তাদেরকে নিয়ে, সভা করার পরামর্শ দেন। সবশেষে, মতবিনিময় সভায় উপস্থিত কোল্ড স্টোরেজ মালিকগণ মহামান্য হাইকোর্টের রায় মেনে চলবেন বলে উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, যশোরকে আশ্বস্ত করেন।

খুলনায় ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি মহোদয়ের প্রয়াত স্বামী বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা শহীদ অধ্যাপক আবু সুফিয়ান, বীর প্রতীকের ৪৯তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, খুলনা কর্তৃক ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ। উক্ত মেডিক্যাল ক্যাম্পের আলোচনা অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপমহাপরিদর্শক, খুলনা জনাব মাহফুজুর রহমান ভূঁইয়া। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। মেডিক্যাল ক্যাম্পে ৯০০ জন শ্রমিককে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধ প্রদান করা হয়। মেডিকেল ক্যাম্পে খুলনার আকিজ আদ-দ্বীন হাসপাতাল, গাজী মেডিকেল, সিটি মেডিক্যাল এর সার্বিক সহযোগিতায় ২৩ জন চিকিৎসক, ২৫ জন নার্স এবং ০২ জন অন্যান্য মেডিক্যাল স্টাফ যুক্ত ছিলেন।

খুলনায় ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প উদ্বোধন অনুষ্ঠান ও দোয়া মাহফিল

ফরিদপুরে শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ পাওনা প্রদান

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, ফরিদপুর অধীন এলাকায় মল্লিক রাইস মিল, ধুলদী জয়দেবপুর, সদর, রাজবাড়ীতে গত ২৫ এপ্রিল ২০২২ তারিখে ড্রাম বয়লার বিস্ফোরণ হয়ে ইসমাইল শেখ (২২) নামে এক কর্মচারীর মৃত্যু হয়। পরবর্তীতে কারখানাটি সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক দুর্ঘটনা তদন্ত করা হয় এবং দুর্ঘটনা তদন্ত প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ধারা ১৫১(১) (ক) মোতাবেক কারখানার মালিক কর্তৃক ২,০০,০০০/ (দুই লক্ষ) টাকা মৃত শ্রমিকের উত্তরাধিকারীকে মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া, ১. মোঃ কুদ্দুস (৪৫), আদু বেপারী, গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী, ২. ফুলজান বেগম (৪০), রবিউল্লা বেপারী পাড়া, গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী দুর্ঘটনায় আহত হন। আহত শ্রমিকদেরকে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ধারা ৮৯ (৭) মোতাবেক চিকিৎসা বাবদ মোট ২৫,০০০/- টাকা প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে।

মুন্সীগঞ্জে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প

প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিকখাতে কর্মরত শ্রমিকসহ অসহায়, দরিদ্র মানুষের জন্য দিনব্যাপী ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প আয়োজন করেছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, মুন্সীগঞ্জ। এতে ছয়জন এমবিবিএস ডাক্তারের মাধ্যমে ১০৫০ জন শ্রমিককে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা ও ওষুধ দেওয়া হয়। ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ মুন্সিগঞ্জের টঙ্গিবাড়ী উপজেলায় বানারি বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অধিদপ্তরের বিশেষ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এ স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। মেডিকেল ক্যাম্পে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উপমহাপরিদর্শক (মুন্সিগঞ্জ) জনাব জুলিয়া জেসমিন। মেডিকেল ক্যাম্প উদ্বোধন করেন টঙ্গিবাড়ী উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব জগলুল হালদার। সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব নাহিদা পারভীন। এছাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ সমাজকর্মীরা মেডিকেল ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন।

মুন্সীগঞ্জে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প উদ্বোধন অনুষ্ঠান (১৮ সেপ্টেম্বর ২০২১)

ফটোগ্যালারি

আইএলও কনভেনশন-১৩৮ অনুসমর্থন করেছে বাংলাদেশ। আইএলও'র সদর দপ্তরে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি স্বাক্ষরকৃত অনুসমর্থনপত্র আইএলও'র মহাপরিচালকের হাতে তুলে দেন। (২২.৩.২০২২)

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের Labour Inspection Report ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ এর মোড়ক উন্মোচন (৩০.০৯.২১)

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি (২৮.০৪.২০২২)

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উদ্যোগে শোভাযাত্রা (২৮.০৪.২০২২)

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ৩০টি কলকারখানাকে ‘গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড- ২০২০ প্রদান করে। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি এবং সচিব জনাব মোঃ এহছানে এলাহী-এর সঙ্গে অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ। (৮.১২.২০২১)

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের আয়োজনে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে “চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়”-শীর্ষক কর্মশালা। (১৩.৩.২০২২)

"বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ" শীর্ষক সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন (২৭.১০.২০২১)

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর শাহাদত বার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে কোরআন খতম (২০২১)

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর শাহাদত বার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি (১৫.০৮.২০২১)

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি (১৭.০৩.২০২২)

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর শাহাদত বার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবস, ২০২১ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল (১৬.০৮.২০২১)

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে শ্রমিকসহ দরিদ্র মানুষের জন্য মুন্সিগঞ্জে দিনব্যাপী ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প উদ্বোধন করছেন আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ। (১৮.০৯.২০২১)

মহান বিজয় দিবস, ২০২১ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল (১৭.১২.২০২১)

বিডার নেতৃত্বে ঢাকা শহরের বাণিজ্যিক ভবনসমূহ (মার্কেট ভবন) পরিদর্শনের জন্য ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকার জন্য গঠিত সমন্বিত পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ টিমের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান (২২.০৬.২০২২)

৭ মার্চ উপলক্ষ্যে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরস্থ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি। (০৭.০৩.২০২২)

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ‘মুজিববর্ষ স্মরণিকা’ এর মোড়ক উন্মোচন

নিশ্চিত করি শোভন কর্মপরিবেশ
সমৃদ্ধ হবে বাংলাদেশ

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রাজশাহী

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ভবন, ১৯৬ শহিদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি
বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০